হাদীসের ইতিহাস অনুসন্ধান

মূলঃ আল্লামা সাইয়্যেদ মুরতাজা আসকারী

বাংলা রূপান্তরঃ মুহাম্মদ মতিউর রহ্‌মান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَان الرَّحِيمِ

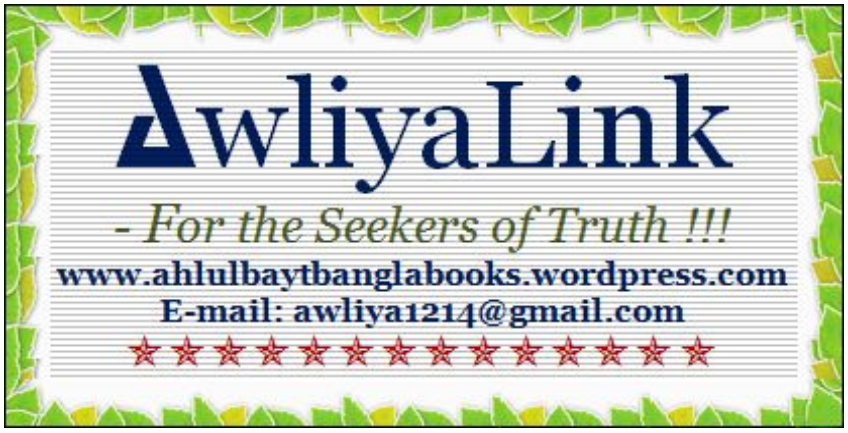

AwliyaLink
- For the Seekers of Truth !!!
www.ahlulbaytbanglabooks.wordpress.com
E-mail: awliya1214@gmail.com

43

গবেষণা বিভাগ

হাদীসের ইতিহাস অনুসন্ধান
An Inquiry into The History Of Hadith
মূলঃ আল্লামা সাইয়্যেদ মুরতাজা আল-আসকারী
বাংলা রূপান্তরঃ মুহাম্মদ মতিউর রহ্মান
সম্পাদনাঃ হাজি মোঃ সামিউল হক

An Inquiry into The History Of Hadith
প্রথম প্রকাশনাঃ ইসলামী সেমিনারী পাবলিকেশন্স, পাকিস্তানঃ ১৯৭৯ সাল।
পূনঃ প্রকাশনাঃ ফরেন ডিপার্টমেন্ট অব 'বোনিয়াদ বা'দাতঃ ১৯৮৪ সাল। সোমায়ে এভিনিউ, তেহ্রান, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান।
বাংলা অনুবাদ প্রকাশকঃ ইসলামী শিক্ষার আন্ত র্জাতিক কেন্দ্র।

হাদীসের ইতিহাস
অনুসন্ধান

An Inquiry into The History Of Hadith

মূলঃ আল্লামা সাইয়্যেদ মুরতাজা আসকারী
বাংলা রূপান্তরঃ মুহাম্মদ মতিউর রহ্‌মান

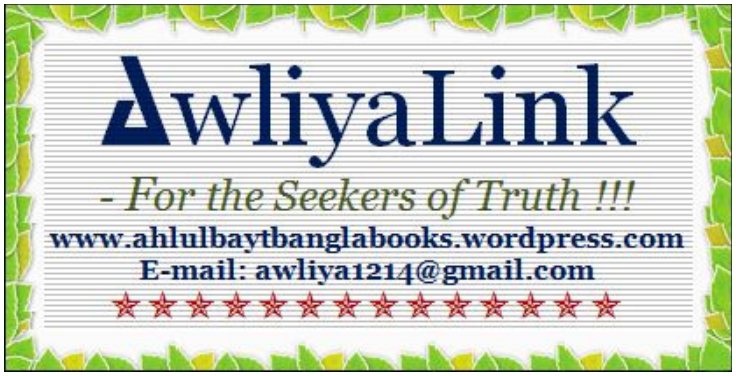

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

(পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)

উৎসর্গ

ইসলামের অগ্রযাত্রার লক্ষ্যে চিরস্মরণীয় গবেষণাকর্মের জন্য তার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার নিবেদনস্বরূপ এই অনুবাদ গ্রন্থটি উৎসর্গিত হলো গ্রন্থটির সম্মানিত লেখক রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উত্তর পুরুষ আল্লামা সাইয়্যেদ মুরতাজা আল-আসকারীর প্রতি ।

স্মরণীয় উক্তি

আমিরুল মু'মেনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) বলেন ঃ "ইসলাম বলতে কি বুঝায়, ইহা কী তোমরা পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পেরেছ? ইহা সত্য বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা ধর্ম। ইহা শিক্ষার এমন একটি ঝর্ণাধারার উৎসমূখ যার থেকে প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান-এর অসংখ্য ঝর্ণাধারা প্রবহমান। ইহা এমন একটি আলোক-উৎস যা থেকে অসংখ্য আলোকবর্তিকা আলো গ্রহণ করতে পারে। ইহা এমন একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দিকনির্দেশক আলোকবর্তিকা যা আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ করে। ইহা এমন একটি নীতি-মালা এবং বিশ্বাস-এর সন্ময় যা সত্য ও বাস্তবতার অনুসন্ধানকারী প্রত্যেকের জন্য পরিপূর্ণ ভরসাস্থল।

জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ ইসলামকে নির্দিষ্ট করেছেন তাঁর সর্বোত্তম সন্তুষ্টি অর্জনের ও তাঁর প্রতি সর্বোত্তমমানের এবাদত ও আনুগত্য করার প্রোজ্জ্বল পথনির্দেশিকা হিসাবে। এর মাধ্যমে তিনি দিয়েছেন মহান বিধানসমূহ, সুউচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন নীতিমালা, সন্দেহতীত যুক্তি, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্ব এবং অনস্বীকার্য প্রজ্ঞা।

আল্লাহ্‌ এর জন্য যে সুউচ্চ অবস্থান ও মর্যাদা নির্দিষ্ঠ রেখেছেন তার কতটুকু তুমি মেনে চলবে, অনুস্মরণের ক্ষেত্রে তুমি কতটুকু নিষ্ঠাবান থাকবে, বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আস্থার ক্ষেত্রে তুমি কতটুকু সচেতন/সতর্ক থাকবে, তোমার ধর্মীয় বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী কতটুকু নিষ্ঠার সাথে তুমি প্রতিপালন করবে এবং তোমার দৈনন্দিন জীবনে কতটুকু একে প্রতিষ্ঠিত করবে এসব অনুসরণের বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ তোমার নিজের উপর নির্ভরশীল।"

উপক্রমণিকা

কোরআনী বিধি-বিধানের মূল স্পিরিট পূর্ণরূপে আয়ত্ব করার জন্য এবং ইসলামের শিক্ষাকে পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন ও তা আমলে রূপান্তর করার উপলব্ধির জন্য অবশ্যই কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। ইসলামের কোন বিধান কোরআন ও মহানবীর হাদীসের আলোকে উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এর প্রকৃত উদ্দেশ্য, এর সত্যিকার স্পিরিট এবং এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খুটিনাটি বিষয়াদি সত্যিকার অর্থে জানা সম্ভব হবে না।

ইসলামী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যার জন্য হাদীসের বিধান অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দলিল। এই দলিল ব্যতিরেকে ইসলামের শিক্ষাকে উপলব্ধি বা অনুধাবন করতে পারার যে কোন দাবী একটি অন্তঃসারশূন্য শ্লোগান বা অসার্থক প্রয়াস বৈ আর কিছু নয়। এই দাবীর সঠিকতা সম্পর্কে ইতিহাসই কেবল সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দুর্ভাগ্যজনক হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের পরপরই মুসলমানদের তথাকথিত শাসকবর্গ এই শক্তিশালী দলিলের (হাদীস) ব্যাপারে অত্যন্ত নির্মম আচরণ প্রদর্শন করেছেন। শাসকবর্গ অত্যন্ত সঙ্গত কারণে হাদীসের বর্ণনাকারীগণকে দমন ও নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রেখেছেন, এমন কি মহানবীর সাহাবীদেরকে শুধুমাত্র হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান ও বর্ণনা করার অভিযোগে শাস্তির মুখোমুখি করেছেন। কোন নির্দিষ্ট শাসক বা খলিফার নাম উল্লেখ এখানে অপ্রয়োজনীয়। তবে স্রোতধারা যখন এই নির্মম রীতির বিরুদ্ধে ঘুরে দাড়ালো মুয়াবিয়া তখন নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তার নিয়োজিত ও বৃত্তিলাভকারী অনুগ্রহভাজন হাদীস বর্ণনাকারীরা তাদের কারখানায় তৈরী করতে থাকলো এক বিশাল সংখ্যক জাল ও বানোয়াট হাদীস; আর হাদীসের ভাষ্য প্রচলনের

পবিত্র লেবাসের আঁড়ালে ঐ সকল জাল-বানোয়াট হাদীস অবৈধভাবে প্রবর্তন বা চালু করে দেয়া হলো। এভাবে মুয়াবিয়ার পরোক্ষ সম্মতি ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় ভরি ভরি (জাল) হাদীস স্তুপীকৃত হতে থাকলো। আর তিনি (মুয়াবিয়া) সর্বোতভাবে সচেষ্ট ছিলেন এই সকল জাল হাদীসের সাহায্যে ইসলামের প্রকৃত আকিদা-বিশ্বাসের বিপরীতে তথাকথিত "অফিসিয়াল ইসলাম" প্রতিষ্ঠার জন্য। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, হাদীস সংকলনকারীগণ এমন কি খারেজীদের নিকট হতেও হাদীস সংগ্রহ করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সুচিন্তিতভাবে ইমাম আলী (আঃ) বা মহানবীর পরবর্তী বংশধর বা তাঁদের কোন সুহৃদের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ এড়িয়ে গিয়েছেন অনায়াসে। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুয়াবিয়া ও তার উত্তরসূরী খলিফাদের তত্ত্বাবধানের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ মেকী ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। শিয়ারা এই ধরনের সকল জাল হাদীস প্রত্যাখান করলেন, ফলে চিহ্নিত হলেন "রাফেজী" হিসেবে। সময়ের পরিক্রমায় চরম ত্যাগ-কোরবানী ও অতুলণীয় বিশাল শ্রম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে, অবশ্য অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উত্তরসূরী আহ্লুল বাইতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, তারা (শিয়া) ও তাদের শুভানুধ্যায়ীরা সহীহ্ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন এবং সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথকে সুবিন্যাস্ত করেছেন।

এই বিষয়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত সাইয়্যেদ মুরতাজা আল-আসকারী হাদীস সংকলনের এই স্পর্শকাতর বিষয়টির একটি সফল তথ্যানুসন্ধানী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং অত্যন্ত সফলভাবে হাদীস সংকলনের এই প্রতিচ্ছবি এত চমৎকারভাবে উন্মোচন করেছেন যে, এর প্রতিটি বাক্য ও বক্তব্যের বিষয়াবলী সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ের উপর তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এই বিষয়টিকে আবেগমুক্তভাবে অবলোকন করার জন্য এবং সহীহ্ হাদীস হতে মিথ্যা ও জাল হাদীসকে পৃথকীকরণের জন্য বিশ্বের সকল মুসলমানের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এই অনুসারে সঠিক রূপ ও অবয়বে ইসলামের পরিচিতি নির্ভরযোগ্য ও সঠিক হাদীসের সাহায্যে

স্পষ্টায়নের কারণে তার এই উদ্যোগ ইসলামের জন্য একটি অত্যন্ত মহৎ সেবা হিসেবে পরিগণিত হবে।

গ্রন্থকার পরিচিতি

সাইয়্যেদ মুরতাজা আল আসকারী ফার্সী ও আরবী ভাষার প্রখ্যাত একজন পণ্ডিত। শিয়াদের একজন প্রথিতযশা লেখক হিসেবে তিনি সাহিত্য অঙ্গনে সুপরিচিত হয়ে উঠেন।

হাদীসের বাস্তবতা সম্পর্কিত গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান সাইয়্যেদ মুরতাজা আল-আসকারীর একটি বিশেষ পছন্দের বিষয়। তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে এই বিষয়টির উপর গবেষণা করেছেন এবং এক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

ইসলামের অনুধাবন ও প্রসারে আল্লামা আল আসকারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করে **"দি ইসলামিক সেমিনারী"** তার মূল্যবান গ্রন্থকর্মের সাথে মুসলিম বিশ্বকে পরিচয় করিয়ে দেয়াকে দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছে।

আলোচ্য গ্রন্থটি হাদীস সংক্রান্ত ইতিহাসের একটি শক্তিশালী অনুসন্ধানী প্রয়াস। গ্রন্থকার তার যত্নশীল পরিশ্রম ও চিন্তাশীল এই কর্মের জন্য সর্বোতভাবে প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

বাংলা অনুবাদকের কথা

আল্ হামদুলিল্লাহ্ "গ্রন্থটি হাদীসের ইতিহাসের বিবর্তন সংক্রান্ত একটি অকাট্য দলিল। ইসলামী অনুশাসন প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ আজ বহু ফেরকায় বিভক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর হাদীস অনুসারে, মুসলিম উম্মাহ্ তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত থাকবে যার মধ্যে কেবলমাত্র একটি জামাত হবে জান্নাতী, বাকী সব ক'টি জাহান্নামী। যারা পরকালের প্রতি স্থির বিশ্বাসী এবং দুনিয়ার জীবনকে পরকালীন জীবনের আলোকে পরিচালনার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদের জন্য তেহাত্তর ফেরকার মধ্য হতে জান্নাতী জামাত খুঁজে বের করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

কোরআন মানবজাতির জন্য হেদায়েতের পথনির্দেশিকা। কোরআন অটুট অবস্থায় মুসলমানদের মাঝে থাকার পরও তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও কোরআনী অনুশাসন প্রতিপালনে তাদের মধ্যে বিরাজিত বহু মত পথের উপস্থিতির বাস্তব কারণ হল জাল হাদীসের উপস্থিতি। যে কোন সুস্থ্য ব্যক্তি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, আকিদা-বিশ্বাস বা অনুশাসন প্রতিপালন যাই হোক না কেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শুধুমাত্র একটি নির্দেশই উপস্থাপন করেছেন। মতদ্বৈধতার উদ্ভব হয়েছে তাঁর পরবর্তী সময়ের শাসকবর্গের কারণে। তবে, একনিষ্ঠ অনুসারী যারা তারা সঠিক সুন্নাহ্কেই অনুসরণ করেছেন।

তাই সঠিক সুন্নাহ্ চিহ্নিত করণের জন্য সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীস চিহ্নিত করণ অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমেই কেবল মুসলিম উম্মাহ্ বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি হতে নিস্কৃতি পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে। বাংলা ভাষা-ভাষী যেসব পাঠক পরকালীন জীবনের আলোকে দুনিয়ার জীবন গঠন করতে চায় সেসব পাঠকের জন্যই আল্লামা আসকারীর এই মূল্যবান গ্রন্থটি বাংলায় রূপান্তর করার আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহামহিম আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের

সকলের প্রচেষ্টা কবুল করে নিন। আমীন।

প্রথম খণ্ড

"সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করতো তাহাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাহাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাহাদিগকে তাহা দেয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরে, তাহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করতো। যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতো, আল্লাহ্ তাহাদিগকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেন।"

(আল-কোরআন, সূরাঃ বাকারাহ্, ২১৩)

"তোমরা কি এই আশা কর যে, ইহুদিরা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? যখন তাহাদের একদল আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর তাহারা উহা বিকৃত করে, অথচ তাহারা উহা জানে।"

(আল-কোরআন, সূরাঃ বাকারাহ্, ৭৫)

"সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, "ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে"। তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের।"

(আল-কোরআন, সূরাঃ বাকারাহ্, ৭৯)

ঐশী ধর্ম কেন সনাতন করা হয়?

মানব জাতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষের সাধারণ রীতি-প্রবণতা হলো, তারা প্রত্যেক নবীর শিক্ষাকে নাটকীয়ভাবে রদ-বদল করেছে, এমনকি তাদের ঐশীগ্রন্থেও নতুন কিছু সংযোজন করেছে বা তাতে পরিবর্তন এনেছে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা পরবর্তী সময়ে তাঁর নির্ভেজাল বিধানাবলীসহ অন্য একজন নবী প্রেরণ করেছেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর প্রেরিত ঐশী ধর্মকে সনাতনরূপে উপস্থাপন করেছেন।

এই ঐশী বিধান প্রেরণের বিষয়টি অবশেষে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর সমাপ্ত হয়, এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। এই পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা পূর্ববর্তী সকল ঐশী ধর্মীয় বিধি-বিধানের বিপরীতে ইসলামের ধর্মীয় বিধি-বিধানকে চূড়ান্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আর এই কারণে যেকোন ধরনের পরিবর্তন বা বিচ্যুতির হাত হতে ইসলামের এই ঐশীগ্রন্থ আল-কোরআনকে নিরাপত্তা প্রদান ও সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে রেখেছেনঃ "আমিই কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক"। (আল-কোরআন, সূরাঃ হিজ্‌রঃ ৯)

ইসলামী উম্মাহের মতপার্থক্যের কারণ

নামায, যাকাত, হজ্জ এবং মানুষের প্রায়শই প্রয়োজনীয় অন্যান্য এবাদত বা পারস্পরিক লেন-দেন সম্পর্কিত ইসলামের এইসব ধর্মীয় ঐশী বিধানাবলীর মৌলিক এবং বুনিয়াদি নীতি-নির্দেশ আল-কোরআনে নির্ভুল ও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল-কোরআনে বর্ণিত ঐসব ঐশী বিধানের ব্যাখ্যা এবং বিশদ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি নামায কত রাকাত হবে এবং নামাযে কি কি পড়তে হবে কিভাবে পড়তে হবে তা নির্দিষ্ট করেছেন; সম্পদের যাকাত কী পরিমাণে দিতে হবে এবং হজ্জ সম্পাদনের জন্য কি কি আহ্কাম পালন করতে হবে তা তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। ধর্মীয় অন্যান্য আহ্কামের বিষয় নির্ধারণও রাসূলের কার্যের আওতাভূক্ত ছিল।

ফলাফল দাড়ালো এই যে, যদিও ঐশী বিধানাবলীর সকল নীতি-নির্দেশ কোরআনে বর্ণিত আছে, তথাপি সেগুলোর বিশদ বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাসূলে আকরাম (সাঃ) যা হাদীস নামে পরিচিত, এবং উহা অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজেই নির্দেশ প্রদান করেছেন-বলেছেনঃ

"রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে তোমরা বিরত থাক" আল-কোরআন, সূরাঃ হাশ্‌রঃ৭।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, কিছু কিছু মানুষ এমনকি নবীজির জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। নবীজির নামে তারা জাল হাদীস প্রচার করতে থাকে। নাহ্‌জ আল বালাগায় বর্ণিত ইমাম আলী (আঃ)-এর একটি খুতবা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। তিনি বলেনঃ "রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় কিছু লোক মিথ্যা হাদীস তৈরী করে তাঁর নামে প্রচার করছিল। (এই অনিষ্ট সম্পর্কে জানতে পেরে) একদা তিনি (রাসূল সাঃ) তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং উপস্থিত লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ "যে ব্যক্তি আমার নাম দিয়ে কোন মিথ্যা বিষয় প্রচার করে সে নিজের জন্য জাহান্নামে স্থায়ী আবাস তৈরী করে"।[১]

গোলযোগ সৃষ্টিকারী লোকজন নবীজির ওফাতের পরও জাল হাদীস তৈরী করার অপকর্মটি অব্যাহত রাখে। এভাবে ইসলামের বিধি-বিধান নানাবিধ বিচ্যুতি দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং ফলে মুসলমানদের মাঝে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। যেহেতু পবিত্র কোরআনের যেকোন ধরনের পরিবর্তন বা বিচ্যুতি হতে এর হেফাজত ও সংরক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা নিজেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন, কাজেই এই সব অনিষ্টকারক লোকেরা তাদের কলুষিত হস্ত প্রসারিত করে পবিত্র কোরআনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কারক এবং বিশদ-অর্থ প্রকাশক রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের দিকে। এই লোকেরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর বানোয়াট হাদীস তৈরী করতে থাকে এবং রাসূল (সাঃ)-এর নামে প্রচার করতে থাকে। এই কারণে আমরা দেখতে পাই, কত ব্যাপক পরিমাণে বিরোধ ও

১। দেখুনঃ ইমাম আলী (আঃ)-এর নাহ্‌জ আল বালাগা, বক্তব্য ২০১; মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (সহীহ্‌ বুখারী), অধ্যায়- ' ইল্‌ম' বিষয়ঃ নবীজির প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ব্যক্তির গুনাহ্‌; ইবনে হাজার আসকালানী (ফাতিহুল বারী), সহীহ্‌ বুখারীর টীকা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা - ২০৯।

মতদ্বৈধতা মুসলিম সমাজে সহজ অবস্থান করে নিয়েছে। এর পরিমাণ এতই বেশী যে, এমনকি আকিদা-বিশ্বাস-এর শাখা প্রশাখার মতো মৌলিক বিষয়েও গুরুতর মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

এই লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তারা আল্লাহ্ তা'য়ালার গুণাবলীর বিষয়েও প্রশ্ন/তর্কের অবতারণা করেছিল। তাদের প্রশ্ন ছিলোঃ "আল্লাহ্র শরীর বা হাত-পা আছে কি-না" অথবা "হাশ্রের ময়দানে তাঁকে দেখা যাবে কি-না? দেখা গেলে, কিভাবে দেখা যাবে?[১] তারা আল-কোরআনের ব্যাপারেও বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে, যেমন, "আল-কোরআন কি আল্লাহ্র সৃষ্টি, এবং ইহা কি অপরিবর্তনশীল কিছু নয়? নাকি, ইহা আদি এবং চিরন্তন?"

এইসব লোকেরা পয়গাম্বরগণ (আঃ)-এর অবস্থান এবং সত্ত্বার ব্যাপারেও তর্কের অবতারণা করেছিল। তারা জিজ্ঞেস করতোঃ "পয়গাম্বরগণ কি মাসুম (নিষ্পাপ)?" তাদের বিশ্বাস হলোঃ শুধুমাত্র ওহী প্রচার সংক্রান্ত ব্যাপারে পয়গাম্বরগণ মাসুম, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের গুনাহ্ করার অবকাশ আছে। অধিকন্তু, তারা নবীজি (সাঃ)-এর উপর প্রথম ওহী নাজিলের বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করতো। তারা বলতোঃ "প্রথম ওহী নাজিলের সময়কালে নবীজি কি জীব্রাঈলকে শয়তান মনে করেছিলেন, যিনি তাঁর সাথে ঠাট্টা-পরিহাস ও কৌতুক করতে চেয়েছিলেন?" অথবা,"নবীজি জানতেন যে, তিনি পবিত্র সত্ত্বা এবং আল-কোরআন নাজিল হচ্ছে ও তাঁর অন্তরে চেতনার সঞ্চার করছে?"[২]

ইসলামের সম্পূরক বিধি-বিধানের ব্যাপারেও তাদের অভিমত ছিল ভ্রান্ত; উদাহরণ হলোঃ "ওযুর

১। দেখুন ইবনে খুজামাহ্ (তাওহীদ), মাকতাবাহ্ আল্ - কুলৰীয়াত আল্- আজহারিয়াহ্, মিশর (হিঃ১৩৮৭)। আরও দেখুনঃ সাইয়্যেদ আব্দ আল্ হোসায়েন শার্ ফুদ্দীনআমূলী কলিমাহ্ আল- রুইয়া, নাজাফ আল-আশরাফ-এর নূ'মান থেকে মুদ্রিত।

২। দেখুনঃ শিয়া সুন্নী উভয় মায্হাব লিখিত "ওহীর সূচনা" সম্পর্কিত আলোচনা।

ক্ষেত্রে কোন লোক কি তার পা মাসেহ্ করবে, নাকি ধুয়ে পরিস্কার করবে; অথবা, নামায আদায়ের শুরুতে কোন লোক যখন সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করবে, তখন "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" দিয়ে শুরু করবে নাকি "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" ব্যতীত শুরু করবে; অথবা, হজ্জ্ব সম্পাদনকালে তাওয়াফুন্নেছা (দ্বিতীয় তাওয়াফ) বাধ্যতামূলক, অথবা বাধ্যতামূলক নয়?"[১]

এই অবস্থার কারণে, ইসলামের সকল আকিদা-বিশ্বাস এবং আইন-বিধান বিভ্রান্তিকর পরিবর্তনের বা রদ-বদলের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই সকল মতদ্বৈধতা ও বৈসাদৃশ্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি যে, বিরোধের সূচনা হয়েছে খলিফাদের সময়ে তাদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে। রাজনৈতিক স্বার্থই ছিল তাদের শাসন এবং সিদ্ধান্তের চালিকা শক্তি। বিশাল একদল বেতনভূক্ত লোক নিয়োজিত করা হয়েছিল কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য; তারা তাদের সাধ্যের সবটুকু দ্বারা কোরআনের আয়াতসমূহ এমনভাবে ব্যাখ্যা করতো যাতে উহা শাসকবর্গের ইচ্ছা-আকাংখার অনুকূলে যায়[২] তারা এই উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসেরও উদ্ধৃতি উল্লেখ করতো। ফলতঃ যে সকল নির্দেশ-বিধান ঐ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সত্যায়িত হতো সেগুলোই হতো আইন। আর জবরদস্তিমূলকভাবে হলেও সেই সকল আইন জনগণকে মানতে বাধ্য করা হতো; ইসলামের সত্যিকার স্পিরিটের আলোকে এই আইনগুলো প্রণীত বলে গণ্য করানো হতো। অতঃপর স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের আইনের প্রতি যেকোন বিরূপ মতামত তাদের দ্বারা সমর্থনযোগ্য হতো না। আর তারা কোন আইন-বিধান জারী করার ইচ্ছা করলে ঐ নির্দেশ মানতে কেউ যদি অস্বীকার করতো, তাহলে তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণের পরিণতি ভোগ করতে হতো। মাঝে মাঝে এই ধরনের প্রতিবাদী

১। দেখুনঃ সাইয়্যেদ আব্‌দ আল হোসাইন শরফুদ্দিন আমলি (মাসাইল আল্ ফিতহিয়াহ্) নাজম আল্ দীন আসকারী (আল-ওজু)

২। দেখুন ঃ মুহাম্মদ হোসায়েন মোজাফ্‌ফর (তারীখে আল্ শিয়া)।

ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডেরও মুখোমুখি হতো। খলিফাদের কোরআন পরিপন্থি নির্দেশ-এর বিরোধিতাকারীকেও এই ধরনের নিষ্ঠুর পরিণতি ভোগ করতে হতো! এছাড়া, শাসকবর্গ তাদের সরকারের অনুকূল স্বার্থের কারণে শরীয়তি মাসায়েলগত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মুসলিম প্রজা কর্তৃক বিবর্ণ সুন্নাহ্‌র [১] চার ইমামের কোন একজনকে মেনে চলার বাধ্যবাধকতার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ইমামগণ হলেন, আবু হানিফা, শাফেঈ, আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল এবং মালেক ইবনে আনাস। [২] ঈমানের মৌলিক নীতিমালা (আকিদা) সংক্রান্ত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রজাগণ আশারীয় মতবাদকে [৩] অনুসরণ করতেও বাধ্য হতো।

মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশ অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সিহাহ্‌ সিত্তাহ্‌ [৪] বিশেষ করে "সহীহ্‌ মুসলিম" এবং "সহীহ্‌ বুখারী" [৫] এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, এবং হাদীসের বিচার পর্যালোচনা হতে বিরত হয়ে নিজেদের জন্য হাদীস বিজ্ঞানের দরজা

১। আল-সুলতান জহির বায়লারাস বান্দ কিদারি হিঃ ৬৬৫ সালে এই ব্যাপারে একটি ঘোষণাপত্র ইস্যু করে। দেখুনঃ মাকরিজি-র 'খুতাত'।

২। সুন্নী সম্প্রদায়ের চারজন হলেন ঃ আবু হানিফা নু'মান বিন ছাবিত যিনি বনু তাইয়ুম গোত্রের একজন দাস ছিল। তিনি হিঃ ১৫০ সালে ইন্তেকাল করেন। আবু আবদুল্লাহ মালিক বিন আনাস ইন্তেকাল করেন হিঃ ১৭৯ সালে, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেঈ ইন্তেকাল করেন হিঃ ২০৪ সালে এবং আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বল, ঝালি শেবানি, ইন্তেকাল করেন হিঃ ২৪১ সালে।

৩। আশারী হচ্ছেন আবুল হাসান বিন আলী বিন ইসমাইল, যিনি ইন্তেকাল করেন হিঃ ২৪১ সালে। এই দলের জীবনেতিহাস এবং অন্যান্য বিশদ বর্ণনার জন্য জাহাবি প্রণীত "ওনধৎ" নামক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

৪। "সিহাহ" হচ্ছে "সহীহ"-র বহুবচন। এই শব্দটি সেই গ্রন্থগুলোকে নির্দেশ করে যেগুলোর ব্যাপারে সুন্নী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হচ্ছে এই গ্রন্থগুলোর সকল হাদিস সহীহ্‌।

৫। এই গ্রন্থ দুটোর প্রকৃত মূল্য অনুধাবনের জন্য দেখুন মুহাম্মদ সাদিক নাজমি প্রাণীত গ্রন্থ

রুদ্ধ করে দেয়। উল্লেখিত চার ধর্মীয় ইমামের একজনকে অনুসরণের ব্যাপারে তারা বাধ্য হওয়ায় গবেষণার রাস্তা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

যখন মুসলমানেরা খলিফাদের আদেশ পালনের জন্য এমনভাবে নিয়োজিত ছিল যে খলিফাদের তরফ হতে কোন হুকুম জারী করা হলে তাদের নিকট তা ঐশী নির্দেশ (ওহি) হিসেবে গণ্য হতো, সেই সময় মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন যারা সকল ধরনের অসুবিধা মোকাবেলা করেও অকৃত্রিমভাবে ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন এবং আল-কোরআনের নির্দেশনার আলোকে সকল হুকুম-বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোন কষ্টকে তাঁরা কষ্ট মনে করতেন না। ধর্মীয় আহ্‌কাম-বিধানকে বিলুপ্তির হাত হতে সংরক্ষণের কাজে তাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। রাসূল (সাঃ)- এর হাদীসকে কোন ধরনের বিচ্যুতি বা পরিবর্তনের কবল হতে অবিকল সংরক্ষণের ব্যাপারেও তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। এইসব ব্যক্তিবর্গ ছিলেন নবী পরিবারের সদস্যবর্গ (আহ্‌লুল বাইত) এবং তাঁদেরকে যারা আনুগত্য ও অনুসরণ করতেন তারা "শিয়া" হিসেবে পরিচিত হয়। শিয়া আলেমগণ নীতিগতভাবে শুধুমাত্র সেইসব হাদীস গ্রহণ করতেন যা ইমামগণ (আঃ) বর্ণনা করেছেন বা অবহিত করেছেন। একজন কবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেনঃ

"তাদের অনুসরণ করো যাদের কথা কোরআন এবং হাদীস নির্দেশ করে।"

"আমাদের পিতামহ বর্ণনা করেন (যে শব্দাবলী পেয়েছেন) জীব্রাঈল হতে এবং জীব্রাঈল আল্লাহ্‌ হতে।"

শিয়া আলেমগণ একেবারে সূচনালগ্ন হতে চলতি সময় অবধি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের শিক্ষাকে সংরক্ষণ ও প্রচার করছেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, জনগোষ্ঠীর বড় অংশই অনুসরণ করতেছিল তাদের শাসকগোষ্ঠী এবং রাজন্যবর্গকে। তাদের প্রভূ ও রাজন্যবর্গ যা বলতো তাকেই সত্যিকার ইসলাম বলে তারা বিশ্বাস করতো।

তাদের শাসকবর্গ যে সকল বিষয় সঠিক বলে রায় দিত বা স্বীকার করতো এইসব লোকেরা সেগুলোকেই আল্লাহ্‌র বিধান বলে বিশ্বাস করতো। তাদের কাছে সেই হাদীসগুলোই ছিল একমাত্র সঠিক হাদীস যা তাদের শাসকবর্গ স্বীকার করতো।

এই রকম পরিস্থিতিতে, প্রকৃত ইসলাম হইতে ক্রমান্বয়ে দূরে অগ্রসরমান ও প্রকৃত ইমামগণের অনুসরণ-বিমুখ শাসকবর্গের অনুগত একদল লোক ইসলামী দুনিয়ায় আবির্ভূত হলো এবং নিজেদেরকে "আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত" হিসেবে দাবী করলো। আর যারা তৎকালীন শাসকবর্গকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করে আইন সম্মত ইমামগণের অনুসারী ছিল তাদেরকে "রাফেজী"[১] হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। এই কারণে তৎকালীন শাসকবর্গ ইমামগণকে, একজনের পর একজনকে, নিদারূণ জুলুম এবং অত্যাচারে জর্জরিত করিতেছিল, এবং তাঁদের সমর্থক ও অনুসারীদের উপর নানাবিধ বানানো অভিযোগ দ্বারা দৈহিক ও মানসিক নিপীড়ন চালাচ্ছিল।

শিয়া মায্‌হাবের প্রখ্যাত আলেমগণ এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজেদের যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তির উপর অবস্থান গ্রহণ করে তার উপর দৃঢ় থাকেন। এভাবে তাঁরা নিজেদের এবং সুন্নী ধারার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করে তোলেন এবং তাঁদের প্রেরণার উৎস প্রাণবন্ত শিয়া ধারার বিকাশ সাধনে সাফল্য আনয়ন করেন।

শিয়া আলেমগণের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে যারা এই কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ক'য়েক জনের নাম নিম্নে উল্লেখিত হলোঃ

(ক) সাইয়্যেদ মোহ্‌সিন আমিন (মৃত্যু- হিঃ ১৩৭১ সাল), "আইয়ান আল-শিয়া" গ্রন্থের লেখক [২]

১। এই শব্দটির মূল হচ্ছে 'রাফ্‌জ্‌' যার অর্থ হলো বাতিল করা, ফেলে দেওয়া, অবাঞ্ছিত কিছু পরিত্যাগ করা, প্রত্যাখ্যান করা। ইহা শিয়াদের জন্য ব্যবহৃত হতো, কারণ ঐতিহাসিকভাবে তারা হক-এর বিপরীত নিষ্ঠুর হুকুম-নির্দেম প্রত্যাখ্যান করতো।

২। ইসলামিক সেমিনারী পাকিস্তান এই গ্রন্থটির ইংরেজী

(শিয়াদের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব)।

(খ) শেখ মুহাম্মদ হুসাইন আল্ কাশিফ আল-গিতা[১] (মৃত্যু- হিঃ ১৩৭৩ সাল), "আস্‌ল আল-শিয়া ওয়া উসুলুহা" গ্রন্থের লেখক (**The Shia Origin and Faith**)

(গ) শ্রদ্ধেয় বুজ্‌রগ্ তেহ্‌রানী (মৃত্যু- হিঃ ১৩৯০ সাল), "আল-জারিয়াহ্ ইলা তানসিফ আল-শিয়া" এবং "তাবাকাত আলম আল-শিয়া" গ্রন্থদ্বয়ের লেখক। মুহাম্মদ রেজা মোজাফ্‌ফর, "আকায়েদ আল-ইমামিয়া" গ্রন্থের লেখক।

(ঘ) মুহাম্মদ হুসাইন তাবা'তাবাঈ, "শিয়া ইসলাম" গ্রন্থের লেখক।

এই আলেমগণ অন্যান্যদের সাথে সম্মিলিতভাবে শিয়া ও তাদের বিশ্বাসের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এই মহান ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই তাদের শক্তিশালী লেখনীকর্ম দ্বারা এই পবিত্র দায়িত্ব পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করেছেন।

আমাদের মতানুসারে, রাসূল (সাঃ)-এর নামে বানোয়াট তথাকথিত হাদীসের প্রচলন দ্বারা এবং তাঁর সীরাত লিখনের ক্ষেত্রে তথ্যের সত্য-মিথ্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে যেহেতু বিরোধ ও মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে কাজেই যৌক্তিক কারণেই আমাদের উচিৎ হবে এই সমস্ত হাদীস ও তাদের লেখন-উৎসের তথ্যানুসন্ধান ও যাচাই-বাছাই করা, যাতে প্রবীণ পণ্ডিতগণের বক্তব্যের উপর নির্ভরতা ও তাদেরকে অন্ধভাবে মেনে চলার প্রবণতার কারণে সৃষ্ট

সংস্করণ প্রকাশ করেছে। "আল-জারিয়াহ্ ইলা তানসিফ আল-শিয়া" নামক গ্রন্থটির অদ্যাবধি বিশটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, এবং ধারণা করা হচ্ছে আরও এক-তৃতীয়াংশ পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে। একইভাবে "তাবাকাত আলম আল-শিয়া" নামক গ্রন্থটি এই মরহুম লেখক রচনা করেছেন, কিন্তু হিজরী ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকের পণ্ডিতগণের বর্ণনা সম্বলিত মাত্র ৪টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

১। সুন্নী মুসলমানদের একটি অংশের মধ্যে তাদের প্রবীণ ইমামগণের উপর এই ধরনের বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।

জড়তার দেয়াল আমরা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হই। এভাবে প্রশ্নবিদ্ধ কর্তৃত্বশালীদের নিকট বিনম্র বা অপ্রতিবাদী আত্মসম্পর্ণের কর্দমাক্ত অবস্থা হতে হাদীস ও ইতিহাস লেখকদেরকে আমরা বের করে আনতে পারবো, এবং আনুপূর্বিক পর্যালোচনা-ও গভীর তথ্যানুসন্ধান-এর মাধ্যমে হাদীস ও ইতিহাসের সঠিক জ্ঞানের রাস্তা আমরা উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবো।

এখন, আমাদের কর্তব্য হলো রাসূল (সাঃ)- এর হাদীস এবং তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের, বিশেষ করে যারা হাদীস বর্ণনার কাজে জড়িত ছিলেন তাদের, জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে পর্যালোচনা করা। তার পর আমরা পর্যালোচনা করবো হাদীস এবং ইসলামের বিভিন্ন মায্হাবের উপর সূচনালগ্ন হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত স্ব-স্ব অনুসারীদের লিখিত গ্রন্থসমূহ। এটাই হচ্ছে একমাত্র রাস্তা যার মাধ্যমে আমরা সত্যের নিকটবর্তী হতে পারবো, এবং মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে বিরাজিত মতদ্বৈধতা সমূলে উৎপাটন করতে সক্ষম হবো।

মনীষীগণের মধ্যে যারা এই পথে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

(ক) আব্দ্ আল (হুসাইন শর্ফ উদ্দীন (মৃত্যু. হিঃ ১৩৭৭ সাল); "আবু হোরায়রা" গ্রন্থের গ্রন্থকার।

(খ) অত্র গ্রন্থের গ্রন্থকার; "দিরাসাহ্ ফিল্ হাদীস ওয়াল তারীখ" (ষ্টাডিজ ইন হাদীস এণ্ড হিষ্টোরী) শিরোনামে ইতিহাস ও হাদীস এর উপর তাঁর গবেষণাকর্মের সিরিজ প্রকাশনা রয়েছে। [১] এই

১। এই সিরিজে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।

(ক) "আবদুল্লাহ্ বিন সাবা" খণ্ড ১, বাগদাদের প্রখ্যাত গ্রন্থকারগণের একটি প্রতিষ্ঠান "দানিশ কাজা-ই-উসুল-ই-দ্বীন" কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থটি ফারসী ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(খ) "আবদুল্লাহ্ বিন সাবা" খণ্ড ২, তেহ্রানের "কিতাব খানা-ই-বুজুরগ ইসলাম" কর্তৃক প্রকাশিত।

(গ) "আহাদিস-ই-উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা" পার্ট ১, এই গ্রন্থটির অনুবাদ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(ঘ) "খাম সুন ওয়া মিয়াহ্ মুখতালাফ" পার্ট ১, এবং ২।

সিরিজের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

এই বিষয়ে যারা প্রত্যক্ষভাবে জানতে চান, তাদের উচিৎ ইমাম আলী (আঃ)-এর সহিত সুলাইম ইবনে কা'য়েস-এর বাক্যালাপ অধ্যয়ন করা। সুলাইম বলেনঃ "আমি আমিরুল মু'মেনীন-কে বললাম, "সালমান, মিক্‌দাদ এবং আবুযর-এর নিকটে আল-কোরআনের উপর কিছু ব্যাখ্যা-টীকা মন্তব্য শুনলাম। অন্যরা যা বলে এগুলো তা থেকে ভিন্ন।

অতঃপর আপনার নিকট হতে যা শুনলাম, তাদের (সালমান, মিক্‌দাদ এবং আবুযর) নিকট হতে যা শুনেছি তার সাথে মিলে যায়। উপরন্তু, আল-কোরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা হিসেবে লোকদের নিকট যা প্রচলিত আছে আপনি সেগুলোর বিরোধিতা করেন এবং সেগুলোকে ভ্রান্ত/মিথ্যা বলে বিবেচনা করেন। আপনি কি মনে করেন যে, লোকেরা বিশেষ অভিপ্রায়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদের মতো আল-কোরআনের ব্যাখ্যা করে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে?" ইবনে কা'য়েস বলেন যে, ইমাম আলী (আঃ) তার দিকে ঘুরে গেলেন এবং বললেন, 'জনগণের মাঝে সেই হাদীসগুলো প্রচলিত আছে যেগুলো হক ও বাতিল সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করে, সত্য ও মিথ্যা সংক্রান্ত বিষয়, হারাম ঘোষণা সংক্রান্ত আদেশ বিধান-এর খণ্ডন সংক্রান্ত বিষয়, একই সাথে সার্বজনীন ও সুনির্দিষ্ঠ-নির্ভুল বিষয়, সুস্পষ্ট ও প্রতিকী বা রূপক বিষয়, এবং প্রকৃত ও কাল্পনিক বিষয়। ইহা অনস্বীকার্য সত্য যে, রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই লোকেরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। এর ফলে রাসূল (সাঃ) যখন বিষয়টি জানতে পারেন তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যান এবং উপস্থিত লোকজনকে উদ্দেশ্য করে খুতবা দেন এবং বলেন যে, লোকদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক মিথ্যাবাদীকে সতর্ক করে দেন যে যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁর নাম দিয়ে কোন মিথ্যা বিষয় প্রচার করে, সে জাহান্নামী।[১] অতঃপর

১। হাদীসের এই অংশটুকু আমরা উল্লেখ করেছি "কাফি"

তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর নামে মিথ্যা প্রচারণা চালায় (তিনি বলেন,) শুধুমাত্র চার ধরনের ব্যক্তি তোমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে। তারা হলোঃ

(১) দু'মুখো চরিত্রের লোক (মুনাফেক ব্যক্তি), যে ঈমান এবং ইসলামী জীবনাচারের প্রদর্শন করে কিন্তু কোনরূপ ভয় বা দ্বিধা ছাড়াই সে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। এই ধরনের ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। লোকেরা যদি তাকে মুনাফেক বা মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা দেয়, তাহলে তার বর্ণিত হাদীস সঠিক বলে গ্রহণ করার কোন সুযোগ তাদের থাকে না এবং সোজা-সাপটা তাকে প্রত্যাখ্যান আবশ্যক হয়। কিন্তু এমন লোক আছে যারা বলে, এই লোক রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবী; তাঁকে সে দেখেছে এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছে ও পেয়েছে। অতএব লোকেরা তার প্রতি আস্থাশীল থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা দু'মুখো চরিত্রধারী, মুনাফেকদের আচরণ-স্বভাব উল্লেখ করেছেন এবং তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন তাদের থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে।

রাসূল (সাঃ)-এর পর মুনাফেকদের মধ্যে যারা বেচে ছিল তারা পথভ্রষ্ট নেতাদের ঘনিষ্ট সহচর হয়ে দাঁড়ালো, এবং রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করার মাধ্যমে তারা নিজ অনুসারীদেরসহ জাহান্নামে তাদের স্থায়ী নিবাস তৈরী করে নিলো। এইসব জাহান্নামী নেতারাই জনগণের শাসনকর্তা হয়ে উঠলো, তাদের জীবন ও সম্পদের উপর কর্তৃত্বশালী হলো। যেসব লোক এইসব নেতাদেরকে জনগণের শাসনকর্তার অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করলো তারা পুরস্কার পেল দুনিয়াবী অজস্র সুবিধাদি; আল্লাহ্ তা'য়ালা যাদের হেফাজত করলেন তারা ব্যতিত অন্য লোকেরা দুনিয়া এবং রাজন্যবর্গের সাথে আঠার মতো এঁটে থাকলো। উপরে বর্ণিত মুনাফেকরা

"ইখতিলাফ আল-হাদীস" ১/৬২ থেকে। হাদীসের পরবর্তী অংশের জন্য নাহজ্ আল বালাগা, খুতবা, ২০১, পৃষ্ঠা, ৬০৬ (ফায়েজ) দেখা যেতে পারে। আরও দেখুনঃ "তোহ্ফাতুল উকূল" পৃষ্ঠা, ৪৫।

হলো পূর্বোল্লিখিত চার ধরনের ব্যক্তির একজন।

(২) কোন ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট হতে কোন কিছু শুনেছে কিন্তু এর ভাববস্তু আত্মস্থ করে নি, সেই ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করলে তার বর্ণনা ভুল বলে পরিগণিত হবে। সে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মিথ্যা বলে না, কিন্তু হাদীস সম্পর্কে যা সে স্মরণ করতে পারে তাই বর্ণনা করে এবং নিজে তা আমল করে, এই ধারণায় যে সে হাদীসটি শুনেছে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে। এখন, মুসলমানরা যদি জানতে পারতো যে, সে নিজেই হাদীসটি যথাযথভাবে বুঝতে পারে নি তাহলে তারা সেটা গ্রহণ করতো না। যদি ঐ ব্যক্তি (হাদীস বর্ণনাকারী) জানতো যে সে হাদীসটি ভুল বুঝেছে, তাহলে সেও নিজে থেকেই উহা বাতিল বলে ঘোষণা করতো এবং উহা কখনোও বর্ণনা করতো না।

(৩) রাসূল (সাঃ) কোন একটি বিষয়ে আমল করার জন্য আদেশ করলেন এবং কোন লোক উহা জানতে পারলো। পরবর্তী সময়ে রাসূল (সাঃ) উক্ত আদেশ বাতিল করলেন ও লোকদেরকে উহা আমল করতে নিষেধ করলেন, কিন্তু লোকটি (হাদীস বর্ণনাকারী) এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারলো না। অথবা সে কোন কিছু করার ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ)-এর কোন নিষেধাজ্ঞা জানলো অথচ পরবর্তী সময়ে তিনি রাসূল (সাঃ) উহা করার জন্য আদেশ দান করলেন। এই লোক (হাদীস বর্ণনাকারী) পুনরায় কৃত এই পরিবর্তন জানতে পারলো না, সুতরাং তার মনে থাকলো বাতিল আদেশ এবং ঐ বাতিল করণ সম্পর্কে সে অবহিত থাকলো না। যদি সে জানতো যে হাদীসটি বাতিল করা হয়েছে, সে উহা বর্ণনা করতো না, এবং আমলের আদেশ বাতিল হওয়ার কারণে সে বাতিল আদেশের উপর নিজেও আমল করতো না।

(৪) এমন একজন লোক যিনি আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর কখনো মিথ্যারোপ করেন নি; বরং আল্লাহ্-ভীতির (তাকওয়া) কারণে এবং রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ফলশ্রুতিতে তিনি মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন। তিনি ভুল কোন কিছু বর্ণনা করেন নি এবং তাঁর বর্ণিত হাদীসের

ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহও তাঁর ছিল না; কিন্তু তিনি যা কিছুই শ্রবণ করতেন উহার প্রকৃত রূপেই আৰস্থ করতেন এবং উহা বর্ণনা করতেন। তিনি উহার সাথে কোন কিছু যোগও করতেন না, কোন কিছু উহা হতে বাদও দিতেন না। তিনি আদেশের রদকরণের বিষয় যথাযথভাবে স্মরণ রাখতেন এবং তিনি উহার উপর নিজেও আমল করতেন, কিন্তু যেহেতু রদকৃত বিষয়টি তিনি মনে রাখতেন কাজেই তিনি ঐ কাজ নিজে করতেন না। সাধারণ বা সার্বজনীন এবং সুনির্দিষ্ট আদেশ সম্পর্কে তাঁর ছিল পূর্ণ জ্ঞান এবং তিনি যথাস্থানে উহাদের প্রয়োগ করতেন। সুস্পষ্ট-সুনির্দিষ্ট ও রূপক হুকুম সম্পর্কে তার পুঁঙ্খানুপুংখ জ্ঞান ছিল।

কোন কোন সময় রাসূল (সাঃ) কোন বিষয়ে বলতেনঃ যার দ্বিবিধ অর্থ হতো, একটি বক্তব্য কোন নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে কোন সুনির্দিষ্ট বিশেষ বিষয়কে নির্দেশ করে এবং অন্যটি সকল কিছুকে সকল সময়ের জন্য নির্দেশ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ঐ নির্দেশ দ্বারা প্রকৃত অর্থে কি হুকুম করেছিলেন যে ব্যক্তি তা জানতো না, এবং সময়ের অভাবের কারণে সে একে নিজে থেকে ব্যাখ্যা করলো উহার ঘোষণাকারীর প্রকৃত হুকুমের বিপরীতে।[১]

বিষয়টি এমন ছিল না যে সকল সাহাবীই রাসূল (সাঃ) কে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিল এবং উহা অনুধাবন করার জন্য তারা সকলেই তাদের প্রজ্ঞা প্রয়োগ করেছিল, যাতে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট কোন প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য তাদের কোন বন্ধু বা অন্য কেউ (যাদের অধিকাংশই মরুবাসী) দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে এলে তারা (সাহাবীরা) উহাদের জবাব এমন সন্তোষজনকভাবে দিচ্ছিল যেন তারা মনযোগ ও আগ্রহ সহকারে উহা শ্রবণ করছিল। এই ধরনের কিছুই আমার ব্যাপারে ঘটে নি। আমার ক্ষেত্রে আমি রাসূল (সাঃ) কে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতাম এবং তার উত্তরে তিনি যা

১। কোন কোন সময় রাসূল (সাঃ) কোন নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে কোন নির্দেশ প্রদান করেছেন। অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট সময়েই সেই আদেশ প্রতিপালন করার বিষয়টি জড়িত, কিন্তু অন্য কোন সময়ে নয়।

বলতেন আমি উহা মুখস্ত করে নিতাম।

এগুলোই হলো বিচ্যুতির কারণ যা মানুষের মধ্যে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি করেছে। হাদীসের বিভিন্ন ধরনের বর্ণনার কারণে সৃষ্ট এই অসঙ্গতি এবং বিরোধ মারাত্মক সমস্যা তৈরী করেছে।[১]

আমরা ইমাম আলী (আঃ)-এর বক্তব্য এজন্য উদ্ধৃত করেছি যে, ইহা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে, এবং গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে রাসূলের হাদীসের প্রকৃত অর্থ ও তার মর্মার্থ উদ্ধারের জন্য দৃঢ়তার সাথে আমাদের আশু করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ করে, যাতে সকল বিরোধ-মতপার্থক্য নির্মূল হয় এবং সকল সন্দেহের অপনোদন ঘটে। হে আল্লাহ্! এই ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করুন,

"মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তাহার মত বহু রাসূল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহ্‌র ক্ষতি করিবে না; বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরুস্কৃত করিবেন।" (আল্ কোরআন, সূরাঃ আলে ইম্‌রানঃ ১৪৪)

"রাসূল (সাঃ) তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে তোমরা বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর"। (আল্ কোরআন, সূরাঃ হাশ্‌রঃ ৫৯)

"এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (আল্ কোরআন, সূরাঃ ৫৩ নাজ্‌মঃ ৩-৪)

১। এই ভাষণে অন্তর্ভূক্ত বক্তব্যের জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ দেখা যেতে পারেঃ

(ক) সাইয়্যেদ মুরতাজা আল আসকারীর "মিন তারিখ আল হাদীস"

(খ) শেখ মাহ্‌মুদ আবু রিয়া-এর "আজওয়া আলা সুন্নাহ্ আল মুহাম্মাদীয়া" এবং "শেখ আল্ মুজিরাহ্"

(গ) সাইয়্যেদ আব্‌দ আল হোসায়েন শার্‌ফূ দ্দীন- এর "আবু হুরায়রা"।

দ্বিতীয় খণ্ড

ইসলাম ধর্মের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ধর্মীয় উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁর অনুসারীদের জন্য দু'টো মূল্যবান সম্পদ রেখে গিয়েছেন। তা হলো, আল্ কোরআন এবং তাঁর আহ্লে বাইত। তাঁদেরকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার এবং তাঁদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন না হওয়ার জন্য তিনি লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

মহানবী (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় জনগণের কাছে কোরআনী বিধানের সকল সত্য ব্যাখ্যা করেছেন, এবং ইসলামী শিক্ষার মৌল বিশ্বাস, তাত্ত্বিক জ্ঞান ও মতবাদ সংক্রান্ত সকল বিষয় হাদীসের আকারে তাঁর অনুসারীদের মাঝে উপস্থাপন করেছেন। হাদীস প্রচার সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত দান করুন যে আমার নিকট থেকে মনযোগের সাথে হাদীস শ্রবণ করবে, তা বিশদভাবে গ্রহণ করবে এবং তা যিনি শুনেন নি ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেবে! জনসমষ্টির এরকম একটি বড় অংশ থাকবে যারা তাদের চেয়ে জ্ঞানী এবং অধিকতর বিজ্ঞ লোকের নিকট হাদীসের বাণী পৌঁছে দেবে"।[২]

এখন আমরা দেখবো, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ পবিত্র কোরআন এবং নবীর আহ্লে বাইতের প্রতি কি আচরণ করেছিল এবং কিভাবে হাদীস সংক্রান্ত নির্দেশ তারা প্রতিপালন করেছিল।

এইসব লোকেরা নবীর আহ্লে বাইতের সদস্যবর্গকে সাধারণ সমাজ থেকে বিতাড়িত করেছিল

১। দেখুনঃ মুস্নাদে আহ্মদ ইবনে হাম্বল, ৩/৪, ১৭২৯২৬ এবং ৫/১৮২, এবং সহীহ্ (মুহাম্মদ ইবনে ঈসা) তিরমিজীর "মানাকিব" অধ্যায়।

২। সহীহ্ (মুহাম্মদ বিন ঈসা) তিরমিজীর ১/১২৫ এবং খণ্ড ১/১৪, অধ্যায়ঃ "ফজল আল ইলম" "তাবলিগ আল-হাদীসা'ন রাসুলুল্লাহ্" মুহাম্মদ বাকির মাজলিশি-র বিহারুল আনওয়ার, ১/১০৯/১১২।

এবং তাঁদেরকে নির্জনে বসবাসে বাধ্য করেছিল। তাঁদেরকে (আহলে বাইতের সদস্যবর্গকে) তারা অবর্ণনীয় উৎপীড়নের সম্মুখীন করেছিল।[১]

যখন তারা খেলাফত জবরদখল করে নিতে সফল হল, তখন তারা তাদের উচ্চাভিলাষ অনুসারে কোরআন ব্যাখ্যার একচ্ছত্র প্রভাব নিশ্চিত করণের জন্য কোরআন ও হাদীসকে (যে হাদীস কোরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা) পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলো। এবং কোরআনকে তাদের নিজেদের মতকরে তাফসীর করলো; বিরোধী পক্ষের উপর খলিফা ও তাদের পরাক্রমশালী অনুসারীদের হামলার কূটকৌশলের প্রধান বাধা ছিল মহানবী (সাঃ)-এর

১। ঐ সময়ে বিরাজিত পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর মহান সাহাবী হযরত সালমান এবং আবু জর (রাঃ) তাঁদের বাগ্মিতাপূর্ণ বাণীতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত সালমান বলেন, "তোমরা এখন তোমাদের কৃত খারাপ কাজের (খেলাফত জবরদখল) ফলাফল/পরিণাম দেখে অবাক হচ্ছ, এবং তোমরা হেদায়েতের মূল উৎস হতে বহুৎ দূরবর্তী স্থানে নিপতিত হয়েছো (ইব্নে আবি আল-হাদীদ, শার্হে নাহ্জ আল বালাগা, ২/১৩১, ১৩২ এবং ৬/১৭)। তিনি আরও বলেন, "তোমাদের পক্ষে এটা ছিল একটা খারাপ কাজ (খেলাফত জবরদখল করে নেয়া)। তোমরা যদি ইমাম আলী (আঃ)-এর বাইয়াত করতে, তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিজেদেরকে বেহেশ্তী এবং দুনিয়াবি রহ্মতের মাঝে অবগাহন করাতে পারতে"। হযরত আবু জর (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা যদি সেই বিষয়ে প্রাধান্য দিতে যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং তোমরা যদি সেইসব বিষয় বর্জন করতে যেসব বিষয় আল্লাহ্ তা'য়ালা বর্জন করতে বলেছিলেন এবং যদি তোমরা রাসূল (সাঃ)-এর আহ্লে বাইতের নের্তৃত্ব এবং উত্তরাধিকার মেনে নিতে, তোমরা নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্র রহমতের ছায়াতলে নিজেদেরকে অবগাহন করাতে পারতে। কিন্তু তোমরা এমন খারাপ আচরণ করেছিলে/দৃষ্টান্ত রেখেছিলে যে (তা বর্তমান সময়ের জন্য করেছিলে), এখন তোমাদের সেই অন্যায় কাজের পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে এবং "যারা অন্যায় কাজ করে তারা অচিরেই জানবে কত বড় ধরণের খারাপ পরিণাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে"।

হাদীস এবং তাঁর জীবনাচরণ, যা সাধারণ ভাবে সুন্নাহ্ হিসেবে পরিচিত ছিল। সুতরাং এই শক্তিশালী অস্ত্র হতে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করা ছাড়া খেলাফতের আর কোন বিকল্প ছিল না। প্রথম দিকেই আবুবকর এই কৌশলকে একক করে নিজের নিরঙ্কুশ অধিকারে নিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি রাসূল (সাঃ)-এর পাঁচশত হাদীস সংগ্রহ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি দেখতে পেলেন, ইহা তার উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক নয়। কারণ ঐ সময়ে হাদীসকে সীমায়িত করে রাখা সঙ্গত কারণেই সম্ভব ছিল না। তাই তিনি তার সংগৃহীত সকল হাদীস পুড়িয়ে ফেললেন।[১]

নিঃসন্দেহে ঐ সময়ে মানুষকে হাদীস বর্ণনা বা লিপিবদ্ধ করা হতে বিরত রাখা এবং কেবলমাত্র আবুবকরের সংগৃহীত ঐ সকল হাদীস হতে লাভ নিতে বাধ্য করা কার্যতঃ অসম্ভব ছিল। এই প্রেক্ষিতে হাদীসের এই শক্তিশালী অস্ত্রের কাছে মানুষের যাওয়ার সুযোগ যাতে না থাকে সেই উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছাড়া প্রথম খলিফা আর কোন উপায় দেখলেন না। অতএব খলিফা রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস উদ্ধৃতির ব্যাপারে মুসলমানদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। এই কার্যপ্রেক্ষিতে তিনি একটি ঘোষণাপত্র জারী করলেন, যাতে বলা হলোঃ জনগণ রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস হতে কোন উদ্ধৃতি দিবে না এবং তারা শুধুমাত্র আল-কোরআনকে অনুসরণ করবে।[২] অভিসন্ধি হলো, আল-কোরআনকে হাদীস হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাতে খলিফাগণ নিজেদের ইচ্ছেমতো আল-কোরআনকে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

মৃত্যুর পূর্বে আবুবকর একটি অসিয়ত প্রস্তুত করেন, যার মাধ্যমে তিনি উমরকে খেলাফতের উত্তরাধিকার নিয়োগ করেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ হতে এই পদক্ষেপের ব্যাপারে

১। শামস্ উদ্দীন আয্ যাহাবী "তাজকিরাতুল্ - হুফ্ফাজ" ১/৫।

২। শামস্ উদ্দীন আয্ যাহাবী "তাজ্কিরাতুল-হুফ্ফাজ"। (৩) নাহ্জ আল-বালাগা, খুতবা নং ৩, শাক্আকিয়াহ্

কোন প্রতিবাদ আসে নি। নিঃসন্দেহে এর কারণ হলো-হাদীস হতে বঞ্চিত থেকে অধিকাংশ মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গিগত সংকীর্ণতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

এমন কি উমর তার শাসন আমলে হাদীসের উপর নিষেধাজ্ঞার এই নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন। যাহোক, একদা তিনি জনগণের মতামত জানার অভিপ্রায়ে তাদের সামনে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা এবং লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। হাদীসের উদ্ধৃতি এবং লিপিবদ্ধকরণ রীতির পূর্নঃপ্রচলন করা জরুরী বলে এর অনুকূলে জনগণ সর্বজনীন মতামত প্রদান করে। সামান্যের জন্যে উমর যে ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সমস্যাটির ব্যাপারে একমাস ধরে বিচার-বিবেচনা করার পর তা থেকে নিস্কৃতির একটি রাস্তা অত্যন্ত চতুরতার সাথে বের করতে তিনি সক্ষম হলেন। তিনি জনসম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিম্নের বক্তব্য ঘোষণা করলেনঃ

"আমি রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, কিন্তু আমি স্মরণ করছি আমার পূর্ববর্তী লোকদেরকে যারা কিছু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছিল এবং এর প্রতি অত্যাধিক মনযোগ প্রদান করে ঐশী গ্রন্থকে অবহেলা করেছিল; সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আল-কোরআনের সাথে অন্য কোন কিছুকেই মিশিয়ে ফেলবো না"।[১]

মহানবীর কোন সাহাবীকে তিনি (উমর) যখন কোথাও অফিসিয়াল কাজে পাঠাতেন তিনি তাদেরকে কোন ধরনের হাদীস বর্ণনা না-করার জন্য বিশেষ নির্দেশ দিতেন। তার আশংকা ছিল উহা মানুষকে আল-কোরআনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করাতে পারে। উপরন্তু, যদি তিনি জানতে পারতেন যে তাদের কেউ তার নির্দেশ অমান্য করেছে, তাহলে তিনি তাকে তার সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য আদেশ জারী করতেন এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান

১। মুহাম্মদ বিন সাদ, আল-ওয়াকিদীর অনুলেখক "আল্ তাবাকাতুল-কুবরা" ৩/২৮৭, ইবনে আব্দ আল-বার "জামিউল বাইয়ান আল ইলম ওয়া ফাজলিহি" ১/৬৪ - ৬৫।

করতেন। এছাড়া, জনসাধারণের কারো কাছে কোন লিখিত হাদীসের খোঁজ পেলে তিনি সেগুলো নিয়ে যেতেন এবং পুড়িয়ে দিতেন।

এভাবেই উমরের খেলাফতকাল শেষ হল এবং এসময়ে একটি সংঘবদ্ধ দলের অভ্যুদয় ঘটল যাদের সহায়তায় উসমান খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলেন।[১] উসমানের শাসনকালে হাদীস বর্ণনার বিরুদ্ধে খেলাফতের শাসকবর্গ এক কঠিণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। উমর যখন মহানবীর সাহাবীদেরকে (হাদীস বর্ণনার কারণে) নিপীড়ন করতেন ও মদীনায় কারাদণ্ড দিতেন এবং তাদের লিপিবদ্ধকৃত হাদীস পুড়িয়ে দিতেন, উসমান তখন মহানবী (সাঃ)-এর বক্তব্য ও তাঁর জীবনাচরণের বর্ণনা বন্ধ করার জন্য মহানবীর (সাঃ)-এর কতিপয় প্রথিতযশা সাহাবীকে নির্যাতনে জর্জরিত করেছেন বা নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি আবুযরকে মদীনা হতে বিতারণ করে রাবজাহ্ মরুভূমিতে নির্বাসন দেন; মহানবী (সাঃ)-এর এই সুপরিচিত (আমরা এই বিষয়টি "মি তারিখ আল্ হাদীস" বইতে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।) সাহাবী উত্তপ্ত বালুকাময় নির্জন মরু এলাকায় মৃত্যু পর্যন্ত নির্বাসনে থাকতে বাধ্য হন। মহানবী (সাঃ)-এর অন্য একজন সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে তিনি এমনভাবে বেত্রাঘাত করেন যে তিনি চৈতন্য হারিয়ে মাটিতে পতিত হন।[২]

প্রথম তিন খলিফার পঁচিশ বছর সময়ের শাসনকালে, গণঅভ্যুত্থানের ফলে উসমানের ক্ষমতাচ্যুতি ও হত্যাকাণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত, মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ ও ইসলামের অন্যান্য প্রজন্ম চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনাপাত করছিল। অতঃপর জনগণ ইমাম আলী (আঃ)-এর প্রতি ফিরে আসে এবং তাঁকে তাদের পরবর্তী খলিফা নির্বাচন

১। ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব, নাহ্জ উল বালাগা, খুতবা ৩, শাক্শাকিয়াহ্। বিস্তারিত ঘটনার জন্য "আবদুল্লাহ বিন সাবা" বইয়ের ১/১৪২ - ১৫১, দ্বিতীয় প্রকাশ, দেখা যেতে পারে।

২। আহমদ বিন বালাজুরী, "আনসাব আল-আশ্রাফ" ৫/৪৯।

করে ।[১]

ইমাম আলী (আঃ) এমন সময়ে খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলেন যখন মুসলমানরা পূর্ববর্তী খলিফাদের আমলের পঁচিশ বছরে তাদের নিজেদের ষ্টাইলে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঐ সময়ে বিরাজিত পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে ইমাম আলী (আঃ) নিজে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো নিম্নরূপ ।[২] "আমার পূর্ববর্তী খলিফাগণ এমন কাজ করেছিলেন যাতে তারা সচেতনভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশনার বিপরীতে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি করা আনুগত্যের শপথ তারা ভঙ্গ করেছিল এবং তাঁর সুন্নাহ্কে তারা পরিবর্তন করে ফেলেছিল। এখন আমি যদি ঐ সকল জিনিস পরিত্যাগ করার জন্য লোকদের উপর চাপ প্রয়োগ করি এবং রাসূল (সাঃ)-এর সময় যা ছিল সেইভাবে ঐ বিষয়গুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনি, তাহলে আমার বাহিনীর লোকেরা আমাকে নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় ফেলে আমা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। খুব বেশী হলে এক ক্ষুদ্র সংখ্যক অনুসারী আমার পক্ষে থাকবে; যারা আল-কোরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে আমার ইমামতকে স্বীকার করে।"

"আমি যদি নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করি তাহলে তার ফলাফল কি হবে তা কি তোমরা ভাবতে পার?ঃ

১। মহানবী (সাঃ) যেখানে মাকামে ইব্রাহীমকে স্থাপন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যদি আমি তা সেখানে পূনঃপ্রতিস্থাপন করি।

২। নবী কন্যা ফাতেমা (আঃ)-এর সন্তানদেরকে

১। সাইয়্যেদ মুরতাজা আল-আসকারী "আল্ হাদীস-ই-উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা" অধ্যায়-আলা আহ্দ আল সাহ্রাইন/১১৫।

২। এখানে আমরা আমিরুল মু'মেনীন ইমাম আলী (আঃ)-এর দুঃখভরাক্রান্ত অভিযোগসমূহ উল্লেখ করবো। এব্যাপারে আমরা তাঁর বক্তব্যের অনুবাদ করবো না, কারণ তাতে টীকা এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে। এর পরিবর্তে আমরা ভাবানুবাদ উল্লেখ করবো। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব কুলাইনীর গ্রন্থ "রাওজাতুল কাফী" ৮/৬১ - ৬৩ তে বিস্তারিত বিবরন দেখা যেতে পারে।

আমি যদি ফিদাক-এর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেই।

৩। মহানবী (সাঃ)- এর সময় ওজন ও পরিমাপ যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল, যদি সেই অবস্থায় তা প্রতিষ্ঠিত করি।

৪। যেসব ভূমি মহানবী (সাঃ) যাদেরকে দিয়ে গিয়েছিলেন যদি সেগুলো তাদের কাছে ফিরিয়ে দেই।

৫। যদি খলিফাদের জারীকৃত নিষ্ঠুর আইন বাতিল করি।

৬। যদি যাকাত ব্যবস্থাকে তার প্রকৃত ভিত্তির উপর পুনর্বিন্যস্ত করি।

৭। যদি অযু গোসল ও নামাযের নিয়ম-নীতি সংশোধন করি।

৮। যে সকল মহিলাদের অন্যায়ভাবে তাদের স্বামীদের থেকে পৃথক করে অন্যদের নিকট দেওয়া হয়েছে, যদি তাদেরকে তাদের সঠিক স্বামীদের নিকট ফিরিয়ে দেই।

৯। বায়তুলমালের অর্থ যেভাবে ধনিকদেরকে প্রদান করত ঃ শুধুমাত্র তাদের হাতে উহা পুঞ্জীভূত না করে মহানবী (সাঃ)- এর সময়কালে যেমন ছিল তেমনিভাবে উহা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে সমভাবে বন্টন করি।[১] (দলীয় রাজ-নীতির আঙ্গিকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অর্থ বন্টন করা হতো।)

১০। যদি ভূমি কর বাতিল করি।[২]

১। উমর রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজে ক্লাস সিষ্টেম (শ্রেণী বিভাজন) চালু করেছিল। সেই সময়ে মুসলমানদের একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছিল এবং এই অনুযায়ী একদল লোক পাচ্ছিল প্রতি বছর পাঁচ হাজার দিরহাম, অন্য একদল পাচ্ছিল চার হাজার দিরহাম, এবং অন্যান্যরা তিন হাজার, দুই হাজার, এক হাজার এবং পাঁচশত থেকে দুইশত দিরহাম। এইভাবে ইসলামী সমাজে একদিকে একটি অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে এবং অন্যদিকে গরীব শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

২। উমর ইবনে খাত্তাব ইরাকের ভূমি কর আরোপ করেছিলেন ইরানের সাসানিদ রাজন্যদের ভূমি রাজস্ব আইন অনুসারে, এবং মিশরে রোমান রাজন্যদেরু ভূমি রাজস্ব আইন অনুসারে।

১১। যদি দাম্পত্য সম্পর্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে সকল মুসলমানকে সমান ঘোষণা করি।[১]

১২। যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশনা অনুসারে খুম্‌স্‌ (সম্পদের পঞ্চম অংশ) আদায় করি।[২]

১৩। যদি মসজিদে নববীকে এর সূচনালগ্নের কাঠামোতে, যে কাঠামোতে মহানবী (সাঃ)-এর সময়কালে প্রতিষ্ঠিত ছিল, পূনঃপ্রতিষ্ঠিত করি। মহানবী (সাঃ)-এর ওফাতের পর মসজিদের যে প্রবেশ পথ গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যদি তা আবার খুলে দেই, এবং তাঁর ওফাতের পর যে প্রবেশ পথগুলো খোলা হয়েছিল তা বন্ধ করে দেই।

১৪। যদি (অযুতে) চামড়ার মোজার উপর মাসেহ্‌ করা নিষিদ্ধ করি।[৩]

১৫। "নাবিজ" এবং খেজুরের মদ পানের উপর দণ্ড এবং বিশেষ শাস্তির বিধান চালু করি।[৪]

১৬। যদি নারী এবং হজ্জ্ব-এর ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)-এর সময়কালে যেমন ছিল, সেই মোতাবেক মু'তার বিধান আইনসিদ্ধ করি।[৫]

১৭। যদি মৃত্যু ব্যক্তির জানাযার নামাযে পাঁচবার তাকবীর পড়তে বলি।[৬]

১। উমর ইবনে খাত্তাব আরবীয় কন্যাদের সাথে অনারবদের বিবাহ্‌ নিষিদ্ধ করেছিলেন।

২। খফিাগণ মহানবী (সাঃ)-এর ওফাতের পর (খুমস্‌) হতে আহ্‌লে বাইতের প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছিল।

৩। "খুফ" হচ্ছে পশুর চামড়ার তৈরী মোজা। সুন্নী মুসলমানগণ, তাদের পূর্ববর্তীদের মত, ওযুর জন্য নগ্ন পা ধোয়া বাধ্যতামূলক মনে করে, কিন্তু "খুফ" দ্বারা পা আবৃত থাকলে উহা মাসেহ্‌ করা যথেষ্ট মনে করে।

৪। নাবিজ হচ্ছে একধরণের হালকা মদ, যা সাধারণতঃ বিয়ার জাতীয় যব/বার্লি হতে তৈরী করা হয়।

৫ খলিফা উমর দুই ধরণের মুতা-কে অবৈধ ঘোষণা করেন। হজ্জের মুতা (হজ্জে তামাত্তু) ও নারীর মুতা একইভাবে নির্দিষ্ট কণ্যাদের বিবাহ, কোরআনের ঘোষণা ও সুন্নী পণ্ডিতগণের বর্ণনা অনুযায়ী যা সুস্পষ্টভাবেই ইসলামী বিধানের অন্তর্ভূক্ত।

৬। আবু হোরায়রা-র সূত্রে সুন্নীগণ মৃতের জানাজার নামাযে চারবার তাকবীর পড়ে থাকে। দেখুনঃ ইবনে রুশদ আন্দালুসীর "বিদায়াহ্‌ ওয়াল মুজতাহিদ" ১/২৪০। উমর ঘোষণা জারী করে যে, সকল আরব যুদ্ধবন্দী মুক্ত

১৮। যদি নামাযের শুরুর সময় শব্দকরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' তেলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক করি (যোহর ও আস্‌র নামাযে)।[১]

১৯। যদি মহানবী (সাঃ)-এর সময়কালে তালাক-এর যে রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তালাকের ক্ষেত্রে সেই রীতি-পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশ দেই।[২]

২০। যদি বিভিন্ন জাতির যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল (আঃ)-এর নির্দেশনা কঠোরভাবে প্রতিপালনের নির্দেশ দেই।

"এক কথায় আমি যদি লোকদেরকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা এবং রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুসরণ করানোর জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করি, তাহলে তারা আমাকে ত্যাগ করবে এবং এদিক-সেদিক চলে যাবে।"

"আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, যখন রমজান মাসে ওয়াজিব (ফরজ) নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায জামাতের সাথে না আদায় করার জন্য আমি লোকদেরকে নির্দেশ দিলাম এবং বুঝিয়ে বললাম যে মুস্তাহাব নামায জা'মাতের সাথে আদায় করা একটি বিদ্‌আত, আমার সেনাবাহিনীর একটি দল, যারা আমার পক্ষে একদা যুদ্ধ করেছিল, হৈ-চৈ শুরু করে দেয়, বলে: 'আহ্‌! উমরের সুন্নাত'। 'হে

থাকবে, কিন্তু ইরানী যুদ্ধবন্দীরা ইসলামের কেন্দ্র মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না। মহানবী (সাঃ)-এর যে সকল সুন্নাহ্‌ তিনি (উমর) ভঙ্গ করেছিলেন তার মধ্যে একটি হলো ঃ যে সকল শিশু অনারব নারীদের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল এবং অনারব ভূমিতে পৃথিবীর আলো দেখেছিল তারা উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। দেখুন ঃ মালিক ইবনে আনাসের মুয়াত্তা, ১/৮০।

১। সুন্নীদের একটি গ্রুপ তেলাওয়াতের সময় সূরাঃ ফাতিহা ও অন্য সূরাঃ হতে ' বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ' বাদ দেয়। স্পষ্টতঃই তারা এই ব্যাপারে মোয়াবিয়াকে অনুসরণ করে থাকে। দেখুন ঃ সূরাঃ আল-ফাতিহার তাফসীর, ' তাফসীর আল কাশ্‌শাফ ' ১/২৪ - ২৫।

২। সুন্নীদের মতে তালাক দেওয়ার জন্য এক বৈঠকে তিন তালাক উচ্চারণ করলে তা বৈধ, এবং এর যথাযথ সাক্ষী না থাকলে তা দ্রুত অনুসমর্থন করাতে হবে। দেখুনঃ "বিদায়াহ্‌ ওয়াল মুজতাহিদ ১/৮৪-৮০

মুসলমানেরা, আলী উমরের সুন্নাত পাল্টে দিতে চায় ও রমজান মাসে মুস্তাহাব নামায বন্ধ করে দেওয়ার বাসনা করে। তারা এমন গোল-মাল শুরু করে যে, আমি ভীত হলাম-তারা কিনা বিদ্রোহ করে বসে।"

"হায়!", ইমাম আলী (আঃ) বলতে থাকেন, "আহ্ এমন যন্ত্রণা আমি এই লোকদের হাতে ভোগ করলাম, যারা অত্যন্ত প্রবলভাবে আমার বিরোধিতা করে; যারা তাদেরকে কেবলমাত্র জাহান্নামের আগুনের দিকেই চালিত করছিল তারা তাদের সেই ভ্রান্ত নেতাদের আনুগত্য করে।"

ইমাম আলী (আঃ) খলিফাদের রীতি-পদ্ধতির বিপরীতে বিশেষ করে হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে মহানবী (সাঃ)-এর পথ অনুসরণ করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি খলিফাদের চালুকৃত বিদ্আত (নতুন রীতি-পদ্ধতি) ধ্বংস করার জন্য এক বিরতিহীন যুদ্ধ শুরু করেছিলেন।[১]

যারা ইমাম আলী (আঃ)-এর ভূমিকা তাদের দুনিয়াবী স্বার্থের প্রতিকূল বিবেচনা করতেছিল কুরাইশদের সেইসব লোক তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। তারা "জামাল" এবং "সিফ্ফীন" যুদ্ধে প্রচুর রক্তপাতের পরিস্থিতি তৈরী করল। তাঁর বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা এমন পর্যায়ে উপনীত হল যে প্রায় চার বছরের মধ্যেই তারা তাঁকে নামাযরত অবস্থায় শহীদ করে দিল।

আল্লাহ্ এবং মহানবীর শত্রু মুয়াবিয়া তার ধূর্ত পরিকল্পিত চক্রান্তে-র ফলাফল হিসেবে ইমাম আলী (আঃ)-এর ইন্তেকালের কিছু সময়ের মধ্যেই খেলাফতের সিংহাসনে নিজেকে আসীন করতে সক্ষম হলো। মুগিরা ইবনে শোবা'র সাথে বাক্যালাপকালে

১। তিনি সকল কাহিনী-কথকদের উপর, যারা উমর এবং উসমানের নির্দেশ মোতাবেক জুমআ'র দিনে মসজিদসমূহে খোতবা দিত, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। তিনি নবীজীর হাদীস মুক্তভাবে কোন লুকানো-ছাপানো ছাড়াই বর্ণনা/উদ্ধৃতির রীতি চালু করলেন। তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব তিনি খলিফাদের আবিষ্কারসমূহের মূলোৎপাটন করলেন। আরও বিস্তারিত বিবরনের জন্য দেখুনঃ "মিন তারিখ আল্ হাদীস"।

তিনি তার এই রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। মুগিরা প্রশ্ন করলোঃ "হে আমিরুল মু'মেনীন, আপনার আকাংখা বাস্তবায়নে আপনি সফল হয়েছেন। আজ কোন ধরনের ক্ষতির আশংকা নেই যদি আপনি আপনার এই বৃদ্ধ বয়সে লোকদের জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সৎ কাজ করেন যাতে আপনার পশ্চাতে সুনাম রেখে যেতে পারেন। আল্লাহ্‌র শপথ! হাশেমীদের আজ এমন কিছুই নেই যাতে ভীত হতে হবে; সুতরাং আপনার পক্ষে এটাই ভাল হবে যদি আপনি তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করেন এবং সম্পর্কের বাধনকে মজবুত করেন।"

মুয়াবিয়া প্রশ্নোত্তরে বললেনঃ "অসম্ভব। আবুবকর শাসক হল এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করল এবং সকল ধরনের দুর্ভোগ পোহালো, কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পর পরই তার আর কিছুই থাকল না, তার নাম আজ কেবল কদাচিৎ উচ্চারিত হয়। অতঃপর এলো উমর। তার শাসনকার্যকে সফল করার জন্য তিনি সর্বোত্তমভাবে সচেষ্ট ছিলেন, এবং তার দশ বছরের শাসনকালে তিনি অনেক সমস্যা মোকাবেলা করলেন, কিন্তু তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার নামও মৃত্যু বরণ করলো। তার পর উসমান, যে অত্যন্ত উচ্চবংশের সন্তান, শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো এবং উল্লেখযোগ্য বেশকিছু কাজ সম্পাদন করলো। অন্যরা করলো তার প্রতি অন্যায়-আচরণ এবং তিনিও মৃত্যুবরণ করলেন। তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার নামও মাটির নীচে চলে গেল। লোকেরা তার মহৎ কাজগুলো সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত করলো। কিন্তু ঐ হাশেমীর (আল্লাহ্‌র নবীর) নাম এখনও এই দুনিয়ায় প্রতিদিন পাঁচ বার উচ্চস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে। এই নামের অস্তিত্ব থাকাকালে কে জীবত থাকতে পারে? হে মাতৃহীন সাথী! না, আল্লাহ্‌র শপথ, যতক্ষণ না এই পৃথিবীর ভূমি হতে তার নাম মুছে ফেলতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কোন শান্তি নেই"।[১]

১। মাসুদী, "মুরুজ আল-জাহাব" ৩/২৫২, দার আল-আন্দালুস প্রেস, Incidents of the Year 212 A.H." অনুবাদে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

এইভাবে মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর আহ্‌লে বাইতের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন করার জন্য মুয়াবিয়া তার সকল ক্ষমতা, উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেছিল এবং হাদীস জাল করার নানা উপায় (কারখানা) স্থাপন করেছিল। মুয়াবিয়া তার এই কার্যক্রমে এত সফল হয়েছিল যে, আবু হোরায়রা পাঁচ হাজার ত্রিশটি জাল হাদীস মহানবী (সাঃ)-এর নামে বর্ণনা করেছে।[১] আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর এই ধরনের দু'হাজারেরও অধিক জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা ও আনাস বিন মালিক দু'জনের প্রত্যেকেই দু' হাজারের অধিক জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের মত অন্যরা স্বার্থান্বেষী শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্য পাওয়ার লক্ষ্যে হাদীস জাল করার ব্যাপারে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন! এই প্রচারাভিযানকালে হাদীসের নামে কত অসংখ্য কাহিনী উদ্ভাবন করা হয়েছিল। এর ফলে ইসলামী নীতিমালা-বিধান এবং আমল-এর বিকৃতি সাধিত হয়েছিল এবং সব উলট-পালট করে দিয়েছিল। এই ধারাবাহিকতায় প্রকৃত ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নতুনরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

শাসকগোষ্ঠী কেবলমাত্র এই রূপান্তরিত ইসলামকে অফিসিয়াল স্বীকৃতি প্রদান করতো। এই ইসলামের বহিরাবরণ ও মানদণ্ড তৈরী হয়েছে মুয়াবিয়ার আমলে এবং এই ধারাবাহিকতার পথ ধরে ইহাই সত্য ইসলাম বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ঐ জিনিসগুলো এখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর সত্য ইসলামকে যদি এই সকল দরবারী ইসলামে অভ্যস্থ লোকদের নিকট উপস্থাপন করা হয়, তবে প্রকৃত সত্য হিসেবে তা বিশ্বাস করা তাদের জন্য কঠিণ হয়ে দাড়ায়। কারণ, তারা তাদের ইসলামকে জেনেছে সেইসব গ্রন্থ থেকে যেগুলো মিথ্যা এবং জাল হাদীসে সমৃদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে আবু হোরায়রার কারখানায় উদ্ভাবিত একটি হাদীস আমরা এখানে

১। মুরতাজা আল-আসকারী, "আহাদীস-ই-উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা" পৃষ্ঠা-২৮৯ এবং অন্যান্য, তেহ্‌রানে ১৩৮০ হিঃ।

উল্লেখ করতে পারিঃ "একদল লোক মহানবী (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহ্‌র নবী" হাশরের দিন আমরা কি আল্লাহ্‌কে দেখতে সক্ষম হবো?' তিনি জবাব দিলেন, "পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে তোমরা কি আনন্দ পাও না?" "আমরা পাই" তারা উত্তর দিল। পুনরায় তিনি বললেন, "মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ক্ষেত্রে তোমরা কোন অসুবিধা অনুভব কর কি?" তারা উত্তরে বলল, "না" হে আল্লাহ্‌র নবী, করি না'। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা অল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে ঠিক সেই একই রকমভাবে"। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সকল মানুষকে একত্রিত করবেন এবং দুনিয়াতে তারা যার এবাদত করতো তাকে অনুসরণ করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিবেন। যারা সূর্য পূজা করতো তারা সূর্যকে অনুসরণ করবে এবং যারা চন্দ্রকে পূজা করতো তারা চন্দ্রকে অনুসরণ করবে; এবং যারা প্রেত (অশুভ আৰার) পূজা করতো তারা তাদের দেবতাদের পশ্চাতে চলতে থাকবে। কেবলমাত্র মুসলমান এবং মুনাফিকরা অবশিষ্ট থাকবে। অতঃপর লোকেরা পূর্বে আল্লাহ্‌কে যেরূপে চিনতো তিনি তাদের সামনে ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হবেন, এবং বলবেন, "আমি তোমাদের আল্লাহ্‌"। তারা বলবেঃ "আমরা তোমা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই।" আমরা এখানে অপেক্ষা করবো যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ আমাদের সামনে উপস্থিত হন এবং আমরা তাকে চিনবো। অতঃপর আল্লাহ্‌ পুনরায় তাদের সামনে সেই রূপে উপস্থিত হবেন যেরূপে লোকেরা পূর্বে তাঁকে চিনতো। তখন লোকেরা চিৎকার করে বলবে, "নিশ্চয়ই তুমি আমাদের প্রভূ" এবং তারা তাঁকে অনুসরণ করবে।"[১]

এই হাদীসটি স্পষ্টতঃই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তি এবং পরকাল সম্পর্কে ইসলামের মৌল বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়।

১। দেখুনঃ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (সহীহ্‌), খণ্ড ১, বিষয়- "ফজ্‌ল আল- সুজুদ" খণ্ড ৯ চ্যাপ্টার "আল-সিরাত, জস্‌র জাহান্নাম"। মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (সহীহ্‌), খণ্ড ১, টপিক "মারিফাহ্‌ তারিখ আল - রুইয়াহ"।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনে মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌র নিকট এইভাবে প্রার্থনা করবেনঃ "হে আমার আল্লাহ্‌ আমি মুসলমানদের প্রতি রাগবশে যে বদদোয়া করেছি এর পরিবর্তে তুমি তাদের প্রতি রহম কর এবং তাদের পরিশুদ্ধ করে দাও।[১]

একইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) একদা লোকদেরকে বললেনঃ "খেজুর গাছের পরাগিত হওয়ার প্রয়োজন নেই" অথবা, তিনি বলেছিলেন, "খেজুর গাছকে পরাগিত করো না, ইহাই তার জন্য ভালো হবে"। সেই অনুসারে লোকজন খেজুরের চাষে পরাগিত করলো না, ফলশ্রুতিতে ঐ বছর খেজুরের আশা-আকাংখানুযায়ী ফলন হলো না এবং মহানবী (সাঃ) যখন এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারলেন, তিনি বললেনঃ "আমি ঐ পর্যন্তই জানতাম। আমাকে আর কখনও জিজ্ঞেস করো না" বা তিনি বলেছিলেন, "দুনিয়াবী বিষয়ে তোমরাই ভালো জানো"।[২]

আরও বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন মহানবী (সাঃ) মক্কায় নামায আদায়কালে সূরাঃ নাজ্‌ম-এর এই

১। মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (সহীহ্‌), বিষয়-"মান্‌লা" আনাহু আল-নবী অথবা "জায়ালাল্লাহ্‌ লাহু জাকাতান ওয়া তহুরান"। এই বিষয়ে আয়েশা, আবু হোরায়রা এবং আরও সম্মানীয় সাহাবীদের বর্ণনায় বেশ কিছু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সবশেষে মুসলিম মুয়াবিয়া সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) -এর বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌ তার উদরকে পরিতৃপ্ত না করুন!"। সেই মতো, বনী উমাইয়ার ও অন্যান্য লোকদের প্রতি মহানবী (সাঃ)-এর সকল বদদোয়া তাদের জন্য রহমত এবং পরিশুদ্ধি এনে দেবে।

২। একই গ্রন্থ, বিষয়-"উয়ুব ইমতিহাল মা কালাহু শার'আন, দুনা যাকারাহু মিন্‌ মায়ায়িশ আল নাস আলা সাবিল আল রায়'। হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থেও আয়েশা, আনাস এবং অন্যান্য সাহাবী হতে একই বর্ণনা উদ্ধৃত আছে। এই ধরণের হাদীস হতে সুন্নীগণ এই মত পোষণ করে যে, দুনিয়াবী ব্যাপারে রাসুলের নির্দেশ অমান্য করার অনুমোদন আছে। যাহোক, কোন ঘটনা বা সময় দুনিয়াবী বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, উদাহরণ স্বরূপ খেলাফত-এর ইস্যু, তাও দেখার বিষয়।

আয়াত "তোমরা কী ভাবিয়া দেখিয়াছ "লাত" ও "উজ্জা" সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আ'রেকটি "মানাত" সম্বন্ধে?" পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেছিলেন। যখন তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন, শয়তান তাঁর মহানবী (সাঃ)-এর মুখে এই শব্দাবলী জুড়ে দিলঃ "এরা হলো বিশিষ্ট দেবতা (ঘারানিক) যারা শ্বেতশুভ্র পাখির মতো এবং তাদের অনুগ্রহ আকাংখিত"। মূর্তিপূজারীরা যখন এই শব্দগুলো শুনলো, তারা খুশী হয়ে গেলো এই ভেবে যে, অবশেষে মহানবী (সাঃ) তাদের দেবতাদের সম্পর্কে ভাল বক্তব্য পেশ করলো, এবং একই সাথে সকল মুসলমান এবং কাফিররা সেজদায় চলে গেল। অতঃপর জীব্রাঈল অবতরণ করলেন এবং মহানবী (সাঃ) কে তাঁর এই ভ্রান্তি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মহানবী (সাঃ) বললেনঃ যে, শয়তান তার মুখে এই শব্দগুলো জুড়ে দিয়েছিল।

অন্য একটি বর্ণনানুসারে, জীব্রাঈল মহানবী (সাঃ) কে সেই আয়াত পুনরায় তেলাওয়াত করতে বললেন, এই "এরা হলো বিশিষ্ট দেবতা (ঘারানিক)" শব্দগুলো যোগ কর রাসূল (সাঃ) তা করলেন। জীব্রাঈল তাঁকে বললেনঃ যে তিনি ঐ শব্দগুলো তাঁর কাছে নিয়ে আসেন নি, এটা শয়তান যে তাঁকে (মহানবী) দিয়ে ঐ শব্দগুলো উচ্চারণ করিয়েছে।[১]

এই বর্ণনাগুলো প্রখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য সুন্নী পণ্ডিত যেমন, তাবারী, ইবনে কাসির, সুয়্যুতি এবং আল্লামা সাইয়্যেদ কুতুব–এর ভাষ্যে উল্লেখিত হয়েছে।

এই সকল ব্যক্তিবর্গ মহানবী (সাঃ)-এর নামে এত বিশাল সংখ্যক জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তারা মহানবীর সঠিক রূপ মিথ্যা ও অসত্য বক্তব্যের পর্দার

১। "আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাংখা করিয়াছে, তখনই শয়তান তাহার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তাহা বিদূরিত করেন।" (সূরাঃ হজ্জ ঃ ৫২) এই মহিমান্বিত আয়াতের তাফসীর-এ সুয়্যুতি তার "দুররে মন্সুর" নামক তাফসীর গ্রন্থে (৪/৩৬৬ - ৩৬৮) এই বিষয়বস্তুর সমর্থনে বিখ্যাত সাহাবাদের সূত্রে চৌদ্দটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আঁড়ালে ঢেকে দিয়েছেন।[১]

কুরাইশ শাসকবর্গ ও তাদের কর্মকর্তাদের প্রতিকৃতি চিত্রিত হলো মেকি রঙে। অতিপ্রাকৃত গুণাবলী তাদের জন্য আবিস্কৃত হল, এবং তাদের বিরোধী পক্ষের ব্যক্তিবর্গ নিন্দার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হল। উহা এমন পর্যায়ে উপণীত হল যে আবুযর গিফারী, মালীক-আশ্‌তার, আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং তাদের মত অন্য ব্যক্তিবর্গ আত্মাভিমানী এবং ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ হিসেবে ঘোষিত হল।[২] এছাড়া, তারা আল্লাহ্‌র গুণাবলী, পুনরুত্থান ও শেষ বিচার, পুরস্কার ও শাস্তি, জান্নাত ও জাহান্নাম, পূর্ববর্তী নবীগণের কাহিনী, সৃষ্টির সূচনা, ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস এবং বিধি-বিধান সম্পর্কিত বহু হাদীস তারা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসম্পর্কিত তথ্যের উৎস ছিল তাদের নিজস্ব মস্তিস্কের উদ্ভাবন।

প্রতীয়মান হয় যে, এই ধরনের অসংখ্য জাল করা হাদীস রয়েছে। এই জাল হাদীসগুলোর বর্ণনার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত ছিল যে, ধর্ম সম্পর্কীয় সকল সত্য যেন ছায়ায় পরিণত হল এবং, এর পরিবর্তে উমাইয়া ও আব্বাসীয়া শাসকবর্গের উদ্ভাবিত নতুন ইসলাম-এর আবির্ভাব ঘটল; তুর্কী উসমানী খেলাফতের শেষ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা কার্যকরভাবে চালু ছিল।

ইসলামের ইতিহাসের সমগ্র অধ্যায় জুড়ে আর একদল লোকের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যারা জাল হাদীস প্রস্তুতকারকদের বিরোধিতা করত। এই দলের সদস্যবর্গ তাদের সাধ্যমত, এমন কি নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও, মহানবী (সাঃ)-এর সঠিক সুন্নাহ্‌কে

১। ইসলামী সমাজের জন্য এই সকল হাদীস প্রকাশনার ফলে উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলিফা এবং তাদেরও হুকুমদারদেরও কোন ত্রুটি চিহ্নিত করার বা সমালোচনার পথ নিঃশেষ হয়ে গেল। কারণ এই সকল হাদীসের মর্মানুসারে এই সকল ব্যক্তিবর্গ মহানবীর সত্যিকার অনুসারী ব্যক্তিবর্গের তুলনায় অধিকতর ধার্মিক এবং অধিকতর সম্মানিত হিসেবে পরিগণিত ছিল।

২। সাইয়্যেদ মুরতাজা আল আসকারী "আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সাবা" চ্যাপ্টার-১ "মানশা আল-কিসাস" পৃঃ ৭-৯, দ্বিতীয় প্রকাশ, বায়রূত ছাপা।

সংরক্ষণ করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। মহানবী (সাঃ)-এর একজন প্রখ্যাত সাহাবী আবুযর এই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একদিন তিনি একদল লোক পরিবেষ্টিত হয়ে মিনায় "দ্বিতীয় শয়তান"-এর কাছে বসে ছিলেন। লোকেরা তার নিকট ধর্ম সম্পর্কীয় প্রশ্নাবলী জিজ্ঞেস করছিল। হঠাৎ উমাইয়া সরকারের শয়তান-প্রকৃতির একজন কর্মকর্তা তার নিকট এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "লোকদের প্রশ্নের জবাবদান না-করার ব্যাপারে তোমাকে কি সতর্ক করা হয় নি?" আবুযর জবাব দিলেন "আমার উপর নজরদারী" করার জন্য তুমিই কি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি?" এই কথা বলে তিনি তার ঘাড়ের রগের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "যদি তুমি এইখানে তরবারি ধর এবং শরীর হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে মহানবী (সাঃ)-এর নিকট হতে যা আমি জানতে পেরেছি তার সামান্য ক'য়েকটি শব্দও উদ্ধৃতি দেওয়ার সুযোগ পাবো বলে আমি বুঝতে পারি, তবে অবশ্যই তা আমি করবো।"[১]

রাশিদ হিজ্‌রী নামে অন্য একজন মহান ব্যক্তি এই দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন কুফার গভর্ণর জিয়াদ তার হাত এবং পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক লোক সে সময় তাকে দেখতে এসেছিল এবং শোক প্রকাশ করছিল। রাশিদ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "কান্না বন্ধ কর, কিছু একটা নিয়ে আস যার দ্বারা লিখতে পারা যায়, কারণ আমি তোমাদের সে নির্দেশনাগুলো জানাতে চাই যা আমি আমার মাওলার নিকট হতে জেনেছি"। লোকেরা একমত হলো। কিন্তু এই খবর জিয়াদের কাছে পৌঁছার পর জিয়াদ তার (রাশিদের) জিহ্বা কর্তন করে দিল।[২]

১। দেখুনঃ সুনানে দারামী ১/১৩২। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ-এর "তাবাকাত আল-কুব্‌রা" ২/৩৫৪। এই হাদীস এবং এর বক্তব্য হচ্ছে দুষ্ট লোকদের দ্বারা হাদীসের বর্ণনা রুদ্ধ করার এবং বিদ্বেষপূর্ণভাবে তা ধ্বংস করার ও খণ্ড-খণ্ড করে তা বিকৃত করার নমুনা।

২। মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান তুসীর "ইখতিয়ার মারফা আল-রিজাল" যা "রিজাল কাশী" নামে পরিচিত এবং আল্লামা বাকির মাজলিশী-র "বিহারুল আনওয়ার"

মিসাম-এ-তাম্মার এই দলের একজন সাহসী কর্মী ছিলেন। যখন ইবনে জিয়াদ তার হাত এবং পা কর্তন করে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং তাকে যখন ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে যাচ্ছিল তখন তিনি মঞ্চে অতিকষ্টে একজন বক্তার মত দাড়ালেন এবং চিৎকার করে বললেন, "হে লোকেরা শুন, আমি ইমাম আলী (আঃ)-এর নিকট হতে যে হাদীসটি শুনেছি তা শুনতে যার ইচ্ছা আছে সে আমার কাছে আস"। লোকজন ফাঁসিকাষ্ঠের নিকট জামায়েত হলে মিসাম-এ- তাম্মার বলতে শুরু করলেন। ইবনে জিয়াদ যখন ইহা জানতে পারল, সে তার (মিসাম) জিহ্বা কেটে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিল। জিহ্বা কেটে দেয়ার পরই মিসাম-এ-তাম্মার এক ঘন্টার বেশী তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করেন নি; ফাঁসিকাষ্ঠে রক্তের ঝর্ণার মাঝে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।[১]

আমরা দেখতে পাই যে, রাজ্যে খেলাফতের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বিশালাকারে বেড়ে যাচ্ছিল। পর্যায়টা এমন দাড়িয়েছিল যে, তারা হালাল-হারাম সংক্রান্ত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিধান পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম ছিল। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি এমন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় পৌঁছাল যে, খলিফার জারীকৃত আদেশ আল্লাহ্র বিধান হিসেবে কার্যকর হতে থাকলো!

যাহোক, উসমানের খেলাফতের পর বেশীদিন এই পরিস্থিতি টিকতে পারে নি। গণঅভ্যুত্থান এই স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান ঘটায়। তবে, জাল হাদীস প্রস্তুতকারক ও প্রচারণাকারী একদল শক্তিশালী লোকের সহায়তায় স্রোতধারা মুয়াবিয়ার দিকে ঘুরে গিয়েছিল। মুয়াবিয়া পুরানো রীতি-নীতি পূনঃপ্রচলণের জন্য একটি কার্যপরিকল্পনা নির্ধারণ করল।[২] এবং অতীতের সেই তথাকথিত গৌরবোজ্জ্বল

৯/৬৩২।

১। প্রাগুক্ত/৭৬ -৭৭।

২। উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা, আবু হোরায়রা, আনাস ইবনে মালেক, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ্ বিন আমর, মুগিরা বিন শোবাহ এবং সামরাহ্ বিন জুনদুব - এর মত লোকেরা ছিল প্রধান বর্ণনাকারী। আরও তথ্যের জন্য দেখুনঃ সাইয়্যেদ মুরতাজা আসকারীর "আল-হাদীসুন উম্মুল মু'মেনীন আয়েশো" এবং "মিন তারীখ আল-হাদীস"। সাইয়্যেদ আবদুল হোসায়েন শার্ফ আদ্দীন-

রীতি পূনঃপ্রতিষ্ঠা করল। তবে ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর শাহাদাত এই সকল নীল-নকঁশা চিরতরে ব্যর্থ করে দিল এবং তৎপরবর্তী খলিফাদের পক্ষে অতীত রীতি-নীতির পূনঃপ্রচলণ আর কখনই সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। এই কারণে সঠিক ইসলামের বিপরীতে দরবারী ইসলামের উদ্ভাবন ও সংযোজন কার্যকমের আর কোন উন্নতি দেখা যায় নি।[১] পরবর্তী খলিফারা নতুন কোন উদ্ভাবন চালু করতে পারে নি।

ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর শাহাদাত আরও একটি সুফল বয়ে এনেছিল। ইসলামের সঠিক রূপের অনুসারী এবং মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস পূনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাকারীদের প্রতি প্রতিশোধমূলক কার্যাবলী, যেমন-জেল-জুলুম, নির্দয় আচরণ, অত্যাচার-নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড হ্রাস পেয়েছিল, কারণ পরবর্তী রাজন্যবর্গ এই ধরনের যন্ত্রণাদায়ক ও অমানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হয় নি। অতঃপর তারা পূর্ববর্তী খলিফাদের নিয়োজিত কর্মীদের সৃষ্ট হাজার হাজার জাল হাদীস হতে সঠিক হাদীস বাছাই করার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নিল, এবং এইগুলো মুসলমানদের নিকট সহজলভ্য করে দিল।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ-এর খেলাফতে আরোহণের মাধ্যমে শতবর্ষ ধরে হাদীসের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটলো। হিজরী দ্বিতীয় শতকের আগমনের সাথে সাথে দরবারী ইসলামের অনুসারীরা তাদের রাজন্যবর্গের নিকট হতে মহানবীর হাদীস লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ পেয়ে গেল। এই সূত্র ধরে মহানবীর এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনী ভিত্তিক বিশাল সংখ্যক গ্রন্থ সংকলিত হল।

এর "আবু হোরয়রা" শেখ মাহ্মুদ আবু রাইয়াহ-র "আজওয়া আলা সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়া" এবং শেখ আল-মুজিরাহ্"।

১। আবদুল মালিক-এর অনেকগুলো পদক্ষেপের একটি হলো, হজ্জ করার জন্য লোকজন কা'বা ঘর যাওয়ার পরিবর্তে জেরুজালেম যাবে এবং তৈরীকৃত ঘর তাওয়াফ করবে, কিন্তু এই উদ্ভাবন ধোপে টেকে নি। দেখুনঃ "তারিখ আল ইয়াকুবী" ৩/৭-৮, নাজাফে প্রকাশিত।

মহানবীর হাদীসসমূহ সংগৃহীত হল এবং বেশ ক'য়েকটি গ্রন্থে তা সংকলিত হল। কিন্তু তাদের হাজার হাজার সংখ্যকের মধ্যে সঠিক ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের সূত্রে পাওয়া যায় মাত্র অল্প ক'য়েকটি হাদীস। তবে যারা রাজন্যবর্গের নিকট তাদের বিবেক বিক্রয় করে দিয়েছিল সেইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের কাছে ঐ হাদীসগুলো স্বল্প সংখ্যক হয়েও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাড়ায়। এর থেকে উত্তরণের জন্য তারা দু'টো পন্থা অবলম্বন করেছিলঃ

প্রথমতঃ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে হাদীস বর্ণনাকারী (রা'বী)-দের সম্পর্কে তথ্যনুসন্ধান এবং হাদীস বাছাইকরণ বিজ্ঞান-এর ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যদি কোন হাদীস বর্ণনাকারী ইমাম আলী (আঃ)-এর কোন সুহৃদ বা সহযোগী হতো, তবে তার বর্ণনাকে দূর্বল বা মূল্যহীন বিবেচনা করা হতো।[১]

দ্বিতীয়তঃ ইমাম আলী (আঃ)-এর সহযোগীদের বর্ণনা বাদ দিয়ে তারা হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেছিল।

এইভাবে সংকলিত হাদীস গ্রন্থগুলিকে "সহীহ্" হিসেবে তারা পরিচিত করালো এবং সেগুলো সংখ্যায় নির্ধারিত হল ছয়টি। তন্মধ্যে বোখারীকে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য গণ্য করা হল, কারণ তিনি ঐ পন্থা দু'টোর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন সবচেয়ে বেশী। তিনি এমন কি খারেজী যেমন-উমর ইবনে খাত্তান-এর নিকট হতেও হাদীস গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) হতে কোন হাদীস তার সহীহ্তে অন্তর্ভূক্ত করেন নি। একইভাবে তিনি খলিফাদের বর্ণিত এই ধরনের সকল হাদীস, সেগুলো অসম্পূর্ণ এবং টুকরা টুকরা হওয়া সত্ত্বেও, তার সহীহ্তে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এই কারনেই দরবারী ইসলামের অনুসারীরা আল-কোরআনের পর বোখারীর হাদীস গ্রন্থকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করে।

একই ভিত্তিতে আত্মজীবনী এবং ইতিহাস

১। দেখুনঃ হাদীসের উপর সকল সুন্নী গ্রন্থ।

গ্রন্থসমূহের মধ্যে তারিখে তাবারী-কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা, তিনিও এই ক্ষেত্রে বোখারীর পদাংক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি নব-ইসলামের কর্মকর্তাদের নিকট সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের সাথে নূন্যতমভাবেও সাংঘর্ষিক হয় এমন কোন হাদীস তার গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত না করার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। অন্যদিকে তিনি সেই সকল হাদীসও তার গ্রন্থে উদ্ধৃতি হিসেবে এনেছেন যেগুলো খলিফাদের নিষ্ঠুর কার্যসমূহকে ন্যায়ানুগ প্রতিপন্ন করেছিল। এই জন্যে দেখা যায়, তাবারী তার গ্রন্থে ইসলামের শত্রুদের বানানো শত শত মনগড়া হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং এইভাবে মহানবী (সাঃ) ও প্রাথমিক যুগের খলিফাদের সময়কালের ঐতিহাসিক সকল ঘটনাকে বিকৃত করেছেন।[১] এই কারণে সেই লেখক (তাবারী) খলিফা ও তাদের সহযোগীদের প্রতি তার একনিষ্ঠ আনুগত্যের মাধ্যমে এত বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং এত নির্ভরযোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছিলেন যে, তিনি (তাবারী) ঐতিহাসিকগণের পুরোধা (নেতা) হিসেবে অভিহিত হন। তার পরবর্তী সময়ের ইব্নে আসির, ইব্নে কাসির এবং ইব্নে খালদুনের মত অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তার লেখনীর উপর নির্ভর করেছেন।[২]

চতুর্থঃ হিজরী শতকের পরের সময়ে দরবারী ইসলামের অনুসারীরা ঐ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে এবং সেগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার ঘোষণা জারী করে।

ইতিহাস লেখনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাবারী ও তার অনুসারীদেরকে প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করার পরিনামে লেখকগণের সংকলিত শত শত ইতিহাস, হাদীস এবং তাফসীর গ্রন্থ বিস্মৃতির অতল তলে

১। দেখুনঃ সাইয়্যেদ মুরতাজা আল-আসকারীর গ্রন্থ "আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা" খণ্ড ২।

২। দেখুনঃ সাইয়্যেদ মুরতাজা আল-আসকারীর গ্রন্থ "আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা" খণ্ড ২।

নিমজ্জিত হয়েছে![১] এই পথ ধরে সঠিক ইসলামের মহানবী (সাঃ)-এর যা মানবজাতির জন্য অনুগ্রহ হিসেবে এনছিলেন তার অনুসন্ধান এবং গবেষণা সকলের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

চতুর্থ হিজরী শতকের পর হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত মানবগোষ্ঠীর প্রজন্মসমূহ সেই গ্রন্থকারগণকে অন্ধভাবে অনুসরণ করছিল। এর পরিনামে এখন, মহানবীর আহ্‌লে বাইতের ধারার অনুসারীগণকে ব্যতিক্রম হিসেবে বাদ দিলে, সকল মানুষ জানে যে, "হাদীস উদ্ভাবনকারীদের" মাধ্যমে বাস্তবরূপ প্রাপ্ত দরবারী ইসলামই হচ্ছে সর্বজনস্বীকৃত ইসলাম। অতঃপর আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের সঠিক রূপ, এর বিধি-বিধান, আাদেশ নিষেধ, নীতিমালা ও আমল, ইতিহাস এবং অতীতের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের জীবনীর সঠিক চিত্র জানার পথে সর্ব প্রধান বাধা হচ্ছে জাল হাদীসের অস্তিত্ব।

আমরা উপরে যা উল্লেখ করেছি তার আলোকে ইহা সময়ের অতিজরুরী গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, ইসলামী বিশ্বের সকল প্রজ্ঞাবান এবং জ্ঞানবান পণ্ডিত সঠিক ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধান করতে অগ্রসর হবেন। ইহা খুঁজে পাওয়ার একমাত্র উৎস হচ্ছে মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইতের ধারা।

ইহা সময়ের সবচাইতে বড় প্রয়োজন এবং ইসলামী বিশ্বের তথাঃ ইরাক, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরান এবং অন্য দেশসমূহের সকল প্রজ্ঞাবান এবং জ্ঞানবান পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে আমি ইহা উপস্থাপন করেছি। আমি আশা করি যে, আমাদের ধর্মীয় আলেম সমাজ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ, যারা মহানবীর ধর্মীয় উত্তরাধিকারের অভিভাবক তারা, আমার আবেদনের প্রতি যথাযথ মনযোগ দিবেন এবং একটি অনুকূল সাড়া প্রদান করবেন।

১। বালাজুরীর বিশালাকার ইতিহাস গ্রন্থ "আনসাব আল্ আশ্‌রাফ" এবং মাসুদীর মধ্যমাকার ইতিহাস গ্রন্থ "আখ্‌বার আজ্ জামান" এবং "আওসাত" হতে সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত।

পরিশিষ্ট

An Inquiry into the History of Hadith নামক গ্রন্থটিতে যারা হাদীস উদ্ভাবন এবং জালকরণে প্রত্যক্ষ সাহায্য দিয়েছিলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের সেই খলিফাদের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট তথ্যসূত্র সহকারে আলোচিত হয়েছে। তারা তাদের বেতনভূক্ত অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের হাদীস সংযোজন ও সংকলন করতে এবং সেগুলোকে সহীহ্ হিসেবে পরিচিত বা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এর একটি প্রতিষ্ঠানিক বিকাশ সংঘটিত করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে মহানবীর আহ্লে বাইতের বা তাঁদের অনুসারীদের উৎস হতে প্রাপ্ত হাদীসগুলো অবশ্যভাবে নিষিদ্ধ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গোপন রাখা হয়েছিল। বনি উমাইয়া এবং বনি আব্বাসীয়া শাসকরা এই সময় মহানবীর আহ্লে বাইতের মর্যাদা বা অসাধারণ অবস্থা জ্ঞাপক হাদীসগুলোকে প্রতিনিধিত্বমূলক সংগ্রহ হিসেবে কদাচিৎ তাদের "অফিসিয়াল ইসলাম"-এর স্বীকৃতির আওতায় এনেছে। যাহোক, এই ধরনের সুসংগঠিত পরিমণ্ডল এবং এই রকম পরিস্থিতিতে মহানবীর আহ্লে বাইতের সদস্যবর্গের বিশেষ সমর্থনে অথবা তাঁদের বিশেষ মর্যাদা জ্ঞাপক কোন হাদীস যদি সুন্নী হাদীসবেত্তাগণের উৎস হতে বর্ণিত হয়, তবে সেই হাদীসগুলোর সত্যতা স্বাভাবিকভাবেই কোনরূপ সন্দেহ ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পূর্ব পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণিত এই ধরনের নিপীড়নমূলক পরিস্থিতির মধ্যে শ্রদ্ধেয় সুন্নী হাদীসবেত্তাগণের "সিহাহ্" গুলোতে এইরূপ হাদীসগুলো কিভাবে রক্ষিত হলো তা কার্যতঃ সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্র এক ধরনের বিশেষ রহমত, এবং তা কোন মো'জেযার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এইরূপ হাদীসগুলোর একটি হলো "হাদীস আল-কিসা" (চাদরের হাদীস)। আমাদের শ্রদ্ধেয় সুন্নী

হাদীসবেত্তাগণের সকল নির্ভরযোগ্য উৎসের সূত্রে আল্লামা মুরতাজা আল-আসকারী এই হাদীসটি (হাদীস আল-কিসা) এখানে উপস্থাপন করেছেন। ইহা এই হাদীসটির সঠিকতার সপক্ষে একটি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে, যেমনটি শিয়া হাদীসবেত্তাগণ নিজেরা একে সঠিক হিসেবে গণ্য করে।

হাদীসের আকারে ইহা একতোড়া সুবাসিত ফুল, যা মহানবী (সাঃ) এবং আহ্লে বাইতের শানে নাজিল হওয়া তাত্হীর (পবিত্রতা)-এর আয়াতের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। এই হাদীসগুলো সুন্নী লেখকদের লিখিত সহীহ্ হাদীস, মুস্নাদ এবং তাফসীর গ্রন্থসমূহ হতে সংগৃহীত হয়েছে।

এই হাদীসটিকে "হাদীস আল-কিসা" (চাদরের হাদীস) বলা হয়, কারণ আয়াতে তাত্হীর যখন নাজিল হচ্ছিল তখন মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর আহ্লে বাইতের সদস্যবর্গ একটি চাদর দ্বারা নিজেদের আবৃত করে রেখেছিলেন; এর মাধ্যমে তাঁরা অন্য লোকদের হতে নিজেদেরকে পৃথক করে চিহ্নিত করেছিলেন। আরবী ভাষায় ঐ ধরনের চাদরকে 'আবা' বা 'কিসা' বলা হয় এবং অধিকাংশ হাদীসেই 'কিসা' শব্দ দ্বারা ঐ অর্থ বুঝানো হয়েছে। এই কারণে তাঁদেরকে "আসহাব আল-কিসা" এবং "পাঞ্জাতন আলে আবা" হিসেবেও ভূষিত করা হয়"।

হাকিম তার "মুস্তাদরাকে সাহিহাইন" শীর্ষক গ্রন্থে ইবনে আবু জাফর ইবনে আবু তালেব।[১] হতে উদ্ধৃত করেছেনঃ "যখন মহানবী (সাঃ) উপলব্ধি করলেন যে আল্লাহ্র পক্ষ হতে আয়াত নাজিল হওয়ার সময় আসন্ন, তখন তিনি বললেন, 'আমার কাছে ডাক! আমার কাছে ডাক!' সাফিয়া বললেন, "হে আল্লাহ্র নবী, আপনার কাছে কাকে ডাকবো?"

১। আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব-এর মাতা আসমা ছিলেন 'আমীস খাসামায়ইয়া'-এর কণ্যা। তিনি ইথিওপিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সাঃ)- এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি তার ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার জীবনী "আসাদ আল-গাবা"-র খণ্ড ৩- এর পৃষ্ঠা-৩৩ এ লিপিবদ্ধ আছে।

তিনি বললেনঃ "আমার আহ্‌লে বাইতের সদস্যদের ডাক" তারা হলঃ আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন' (আল্লাহ্‌ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন)। অতঃপর তাঁদেরকে রাসূল (সাঃ)- এর নিকটে ডাকা হল এবং তাঁরা সকলে সেখানে সমবেত হলে মহানবী (সাঃ) তাঁদেরকে একটি চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। অতঃপর দোয়ার জন্য তিনি তাঁর হাত ঊর্দ্ধে তুলে ধরলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ্‌! এরাই আমার আহ্‌লে বাইত (পরিবারের লোক)। আমার এবং আমার বংশধরদের উপর তোমার রহমত নাজিল কর"। এই সময়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাঁর আয়াত নাজিল করলেনঃ "হে আহ্‌লে বাইত (নবী পরিবার)! আল্লাহ্‌ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে" (সূরাঃ আহ্‌যাব ঃ আয়াত নং ৩৩)।

এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে হাকিম বলেন, "বর্ণনার উৎস/সূত্র অনুসারে এই হাদীসটি সত্য এবং সঠিক"।

কিসার ধরন ও প্রকৃতি

(ক) উম্মুল মো'মেনীন আয়েশা উদ্ধৃত হাদীস অনুসারে ঃ

মুসলিম তার সহীহতে, হাকিম [১] তার 'মুসতাদরাক'-এ, বায়হাকি তার 'সুনান আল-কুবরাতে এবং তাবারী, ইবনে কাসির এবং সুয়্যুতী তাদের তাফসীরে এই আয়াত সম্পর্কে আয়েশার নিম্নরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।[২]

"একদিন মহানবী (সাঃ) তাঁর কাঁধে একটি ছাপা

১। আবু আব্দুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ নিশাপূরী, হাকিম নামে বহুল পরিচিত, একজন অন্যতম হাদীসবেত্তা এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত। তিনি ৪০৫ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন।

২। আ'য়েশা ছিলেন প্রথম খলিফা আবু বকরের কন্যা। মদীনায় হিজরতের ১৭ মাস পর মহানবী (সাঃ) তাকে বিবাহ করেন। তিনি ইন্তেকাল করেন ৫৭, ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরী সনে (সন সঠিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় নি) এবং আবু হুরায়রা তার জানাজার নামাজে ইমামতী করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। তার জীবনীর জন্য দেখুন, "আহাদীস-ই আ'য়েশা"।

চাদর নিয়ে ঘর হতে বের হলেন।[১] এমন সময় হাসান (আঃ) তাঁর নিকট আসলেন এবং মহানবী (সাঃ) তাঁকে কাছে নিলেন এবং চাদরের নিচে আবৃত করে নিলেন। তারপর হুসাইন (আঃ) আসলেন এবং মহানবী (সাঃ) তাঁকেও চাদরের নিচে আবৃত করে নিলেন। অতঃপর ফাতেমা (আঃ) কাছে আসলেন এবং তাঁকেও চাদর দিয়ে আবৃত করা হলো। সবশেষে আসলেন আলী (আঃ) এবং তাঁকেও চাদরের নিচে আবৃত করে নেয়া হল। তৎপর তিনি (মহানবী সাঃ) এই পবিত্র আয়াতটি তেলাওয়াত করলেনঃ "হে আহ্‌লে বাইত! আল্লাহ্‌ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে" (সূরাঃ আহ্‌যাব ৩৩)।

(খ) উম্মুল মো'মেনীন উম্মে সালামা'র উদ্ধৃত হাদীস অনুসারেঃ[২]

তাবারী তার তাফসীর গ্রন্থে এই পবিত্র আয়াত সম্পর্কে উম্মে সালামা'র নিম্নরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেনঃ "যখন এই আয়াত, হে আহ্‌লে বাইত (নবী পরিবার)!.. নাজিল হল, মহানবী (সাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান, এবং হুসাইন (তাঁদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-কে তাঁর নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাঁর চাদরের নিচে তাঁদেরকে আবৃত করলেন"। অন্য একটি হাদীসে উম্মে সালামা বলেছেনঃ "তিনি তাঁর চাদর দ্বারা তাঁদেরকে আবৃত করলেন।" এই হাদীসটি সুয়্যুতিও তার তাফসীর

১। সম্ভবতঃ আ'য়েশা বুঝাতে চেয়েছেন, মহানবী (সাঃ) চাদরটিসহ তার ঘর হতে বের হয়ে উম্মে সালামার ঘরে যান।

২। উম্মে সালামা হিন্দ, উবি উমাইয়া কোরায়শী মাখজুমীর কণ্যা, স্বামী আবু সালমা ইবনে আবদুল আসাদ-এর মৃত্যুর পর মহানবী (সাঃ)-এর সহিত বিবাহের সম্মান পেয়েছিলেন। তার স্বামী আবু সালমা ওহুদ যুদ্ধে আহত হন এবং এর ফলে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শাহাদাতের পর। তার জীবনী "আসাদ আল-গাবা"-এব "তাহ্‌জীব আল-তাহ্‌জীব" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এবং ইবনে কাসির তার তাফসীর গ্রন্থে একই ধরনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিসা দ্বারা আবৃত নবী পরিবারের সদস্যগণের মর্যাদা

(ক) উমর বিন ইবনে সালমা'র বর্ণনা মতে ঃ

তাবারী এবং ইবনে কাসির তাদের তাফীসর গ্রন্থে, তিরমিজি তার সহীহ্তে এবং যাহাবী তার 'মুশকিল আল্ আসার' গ্রন্থে উমর[১] বিন আবু সালমা'র সূত্রে নিম্নরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেনঃ এই আয়াত, "হে আহ্লে বাইত (নবী পরিবার)!, মহানবী (সাঃ)-এর উপর নাজিল হয়েছিল উম্মে সালামা'র গৃহে। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) হাসান, হুসাইন এবং ফাতেমা (আঃ)-কে ডাকলেন এবং তাঁদেরকে তাঁর সম্মুখে বসালেন। তারপর তিনি আলী (আঃ)-কে ডাকলেন এবং তাঁকে তাঁর পশ্চাতে বসালেন। অতঃপর তিনি নিজকে সহ তাঁদের সকলকে তাঁর চাদর দ্বারা আবৃত করলেন এবং বললেনঃ এরাই হলো আমার আহ্লে বাইত (পরিবারের লোক)। হে আল্লাহ্! অপবিত্রতা তাঁদের থেকে দূরে রাখো এবং তাঁদেরকে পূতঃপবিত্র রাখো!

(খ) ওয়াসিলাত ইবনে আসকা এবং উম্মে সালামা'র উদ্ধৃত হাদীস অনুসারেঃ[২]

হাকিম তার "মুস্তাদরাক" এবং হায়সামী তার

১। উমর উম্মে সালমা'র প্রথম স্বামী আবু সালমা'র ঘরের সন্তান। তিনি ইথিওপিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সিফ্ফীন যুদ্ধে ইমাম আলী (আঃ)-এর অন্যতম অনুসারী ছিলেন এবং ইমাম আলী (আঃ) তাকে বাহ্রাইন এবং ফার্স (বর্তমান ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি অংশ সেই সময় ফার্স নামে পরিচিত ছিল) এর গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। উমর ৮৩ হিজরী সালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তার জীবনী "আসাদ আল-গাবা" খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা-৭৯ তে লিপিবদ্ধ আছে।

২। ওয়াসিলাত ইবনে আসকা ইবনে কা'ব লাইসি তাবুক যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর খাদেম হিসেবে তিন বছর কাজ করেন। তিনি ৮০ বছর বয়সে দামেস্কে অথবা বায়তুল মোকাদ্দাসে ইন্তেকাল করেন। তার জীবনীর জন্য দেখুন, "আসাদ আল-গাবা" খণ্ড, ৫ পৃষ্ঠা, ৭৭।

"মাজ্‌মাউল জাওয়াদ" গ্রন্থে ওয়াসিলাত হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মহানবী (সাঃ) তাঁর নিজের সম্মুখে আলী (আঃ) ও ফাতেমা (আঃ) কে এবং হাসান (আঃ) ও হুসাইন (আঃ) কে তাঁর হাটুর উপর বা তাঁর জানুর উপর বসিয়েছিলেন। এই হাদীসটি ইবনে কাসির ও সুয়্যুতী তাদের তাফসীর গ্রন্থে এবং বায়হাকি তার "সুনানে" ও আহ্‌মদ বিন হাম্বল তার "মুস্‌নাদে" উদ্ধৃত করেছেন।

নবী পরিবারের সদস্যগণ যে স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন

ক-আবু সাঈদ খুদরী'র উদ্ধৃত হাদীস অনুসারেঃ[১]

সুয়্যুতী তার 'দুর্‌রে মন্‌সুর'-এ আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেন, "জীব্রাঈল যখন অবতরণ করেন এবং এই আয়াত "হে আহ্‌লে বাইত (নবী পরিবার)!." পৌঁছে দেন তখন মহানবী (সাঃ) উম্মে সালামা'র ঘরে ছিলেন।" আবু সাঈদ বলেন, "ঐ সময় মহানবী (সাঃ) হাসান, হুসাইন, ফাতেমা এবং আলী (আঃ)-কে ডাকলেন এবং তাঁদেরকে তাঁর কাছে নিলেন এবং তাঁদেরকে তাঁর চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এই সময় উম্মে সালামাও পর্দার পিছনে বসে ছিলেন। মহানবী (সাঃ) বললেনঃ "এরাই হলো আমার আহ্‌লে বাইত (পরিবারের লোক)। হে আল্লাহ্‌! অপবিত্রতা তাঁদের থেকে দূরে রাখো এবং তাঁদেরকে পূতঃপবিত্র রাখো!

খ-উম্মুল মো'মেনীন উম্মে সালমা'র উদ্ধৃত হাদীস অনুসারে ঃ

ইবনে কাসির, সুয়্যুতী, বায়হাকি, যাহাবী এবং খাতীব (তার "তারীখে বাগদাদ") উম্মে সালমা'র বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেনঃ "এই আয়াত

১। আবু সাঈদ খুদরী খাজরাজী। তার নাম ছিল সা'দ ইবনে মালিক আনসারী। তিনি খন্দক এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৬০ ঊর্দ্ধ বা ৭০ ঊর্দ্ধ। "আসাদ আল্‌ গাবায়" তার জীবনী আছে (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা-২৮৯)।

"হে আহ্‌লে বাইত (নবী পরিবার)!." আমার ঘরে নাজিল হয়েছে এবং ফাতেমা, আলী, হাসান ও হুসাইন (আঃ) ঐ ঘরে ছিলেন। মহনবী (সাঃ) তাঁদেরকে তাঁর চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং বললেনঃ "এরাই হলো আমার আহ্‌লে বাইত (পরিবারের লোক)। হে আল্লাহ্‌! অপবিত্রতা তাঁদের থেকে দূরে রাখো এবং তাঁদেরকে পূতঃপবিত্র রাখো!" এবং হাকিমও তার "মুস্‌তাদরাক"-এ উম্মে সালামা'র উক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, "এই আয়াত আমার ঘরে নাজিল হয়েছে"। নিম্ন বর্ণিত গ্রন্থসমূহেও উম্মে সালামা'র হাদীস উদ্ধৃত হয়েছেঃ

তিরমিজি তার "সহীহ্‌তে" ফাতেমা (আঃ)-এর অর্জন সম্পর্কিত অধ্যায়ে এবং অনুরূপভাবে "রিয়াজ আল-নুজ্‌রাহ্‌" এবং "তাহ্‌জীব আল-তাহ্‌জীব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "হে আল্লাহ্‌! এরাই হলো আমার আহ্‌লে বাইত (পরিবারের লোক)। অপবিত্রতা তাঁদের থেকে দূরে রাখো এবং তাঁদেরকে পূতঃপবিত্র রাখো!" আহ্‌মদ তার "মুস্‌নাদ"-এ আরও বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা বলেছেন, "আমি ঘরে আমার মাথা ঢুকিয়ে দিলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, "আমিও কি আপনাদের অন্তর্ভূক্ত আছি?" মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, "তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে।"

হাকিম আরও বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালামা জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি কি আপনার পরিবারের একজন সদস্য নই?" মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন, "তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র এরাই আমার আহ্‌লে বাইত (পরিবারের সদস্য)। হায় আল্লাহ্‌! আমার পরিবারের সদস্যদের মর্যাদা আরও অনেক উচ্চ।"

যখন আয়াতটি নাজিল হয় তখন ঘরে কতজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন

সুয়ুতীর "তাফসীর" গ্রন্থে এবং "মুশকিল আল্‌ আসার" গ্রন্থে উম্মে সালামা'র হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেনঃ "এই আয়াত "হে আহ্‌লে বাইত (নবী পরিবার)!." আমার ঘরে নাজিল হয়েছে এবং ঐ সময় ঘরে সাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যথা-

জীব্রাঈল, মিকাঈল, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (আঃ) এবং আমি ঘরের দরজার মাঝে দাঁড়িয়েছিলাম এবং বলেছিলামঃ

"হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি কি আপনার পরিবারের একজন সদস্য নই?" মহানবী (সাঃ) জবাবে বললেনঃ "তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং তুমি নবীর স্ত্রীগণের একজন।"

আয়াতটি নাজিলকালে যে পরিবেশের মধ্যে নবী পরিবারের সদস্যগণ ছিলেন

তাবারী তার তাফসীরে আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা বলেছেনঃ "এই আয়াত আমার ঘরে নাজিল হয়েছে আমি ঘরের দরজায় দাড়িয়ে ছিলাম"। একই তাফসীর গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মে সালামা বলেছেনঃ "নবী পরিবারের সদস্যগণ তার চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর কাঁধে বহন করা চাদর দ্বারা তিনি তাঁদেরকে আবৃত করলেন এবং বললেন, "এরাই হলো আমার আহ্‌লে বাইত (পরিবারের লোক)। অপবিত্রতা তাঁদের থেকে দূরে রাখো এবং তাঁদেরকে পূতঃপবিত্র রাখো!" এবং আয়াতটি যখন নাজিল হয় তখন তাঁরা মাটিতে বসে ছিলেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি কি আপনার পরিবারের একজন সদস্য নই?" সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি যে, মহানবী (সাঃ) কোন বিশেষ মর্যাদা আমার জন্য অনুমোদন করলেন না এবং বললেন, "তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে।"

এ আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং স্পষ্টীকরণ

রাগীব তার "মুফ্‌রাদাত আল-কোরআন" শীর্ষক গ্রন্থে মূল শব্দ "রাওয়াদা" এর আওতায় ইহা বর্ণনা করেন। যখন বলা হয় "আরাদ আল্লাহ্‌"-এর অর্থ হয়ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন যে, অমুক অমুক বিষয়/জিনিস ঘটবে বা অমুক অমুক বিষয়/জিনিস ঘটবে না। আবার "রিজ্‌স" মূল শব্দের আওতায় তিনি বলেনঃ "রিজ্‌স" হল সেই জিনিস যা মানুষ ঘৃণা করে। তিনি আরও বলেন যে, "রিজ্‌স" হল চার প্রকার, যথাঃ প্রাকৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক,

আইনগত বা এই তিনটির সমন্বয়ে কোন একটি। যেমন, লাশের জুয়া এবং বহুত্ববাদের পেশা প্রকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আইনের দৃষ্টিকোণ হতে ঘৃণ্য। রাগীবের বক্তব্য এখানে শেষ হয়েছে। সূরাঃ হজ্জের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেনঃ "সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা"এবং সূরাঃ আল-আন্আম-এর ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে এইরূপে লজ্জাজনকভাবে লাঞ্ছিত করেন"। সূরাঃ আল-আন্আম এর ১৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যদি না হয় মরা, বহমান রক্ত অথবা শুকরের মাংশ, কেননা এইগুলো অবশ্যই অপবিত্র"। সূরাঃ তওবায় তিনি মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, "তাদের থেকে দূরে থাক, কারণ তারা মুনাফিক"। নূহ (আঃ)-এর লোকদের সম্পর্কে সূরাঃ আ'রাফের ৭১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ "নূহ্ বলিলঃ তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াই আছে;"।

হযরত মারিয়াম সম্পর্কে সূরাঃ আলে ইম্রানের ৪২ নং আয়াতে যে মন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যখন ফেরেশ্তারা বলে, "হে মারিয়াম, আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন" এই আয়াতের "তাত্হীর" শব্দ দ্বারা সেই অর্থই বুঝানো হয়েছে। আর এই হাদীসে 'কিসা' হচ্ছে "আবার" ন্যায় একটি বহিরাবরণ।

হাদীসসমূহে উপস্থাপিত এই আয়াতের ব্যাখ্যা

সুয়ুতী তার তাফসীরে ইবনে আব্বাসের সূত্রে উল্লেখ করে[১] "মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে দু' অংশে বিভক্ত করেছেন এবং

১। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, রাসূলের(সাঃ)-এর চাচাতো ভাই, মদীনায় মহানবীর হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৬৮ বছর বয়সে তা'য়েফে মৃত্যুবরণ করেন। তার জীবনীর জন্য দেখুন, "আসাদ আল-গাবা"।

আমাদেরকে করেছেন তাদের মধ্যে সর্বোত্তম! তারপর তিনি বললেনঃ তিনি গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত করলেন এবং আমাদের অবস্থান নির্ধারণ করলেন সর্বোত্তম পরিবারসমূহে। এই আয়াত "হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে" সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'য়ালা এই বিষয়টিই সুস্পষ্ট করে দিলেন। কাজেই আমি এবং আমার পরিবারবর্গ সকল ধরনের পাপ এবং অপবিত্রতা হতে মুক্ত"।

সুয়্যুতী যাহ্হাক ইবনে মুজাহিম হতে বর্ণনা করেন[১] যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "আমরা সেই পরিবারের যাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা পূতঃপবিত্র ঘোষণা করেছেন, এবং নবুওয়াতের উৎস এবং কেন্দ্রবিন্দু হতে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের ঘর হলো সেই ঘর যেখানে সদাসর্বদা ফেরেশ্তাদের আগমন ঘটতো; এই ঘর রহ্মতের অবস্থানস্থল এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারা"।

তাবারী (তার তাফসীরে) এবং মুহিব-ই-তাবারী (জাখায়েরূ আল-উক্বা) আবু সাঈদ খুদরী হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে পাঁচ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে, যারা হলোঃ আমি নিজে, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন"। "মুশকিল আল-আসার" নামক গ্রন্থে উম্মে সালামা হতে এই বিষয়ে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ "এই আয়াত নাজিল হয়েছিল মহানবী, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (তাঁদের সকলের উপর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক) -কে উদ্দেশ্য করে"।

পূর্ববর্তী হাদীসসমূহে মহানবী (সাঃ) কিভাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন

১। আবুল কাসিম বা আবু মুহাম্মদ জাহ্হাক ইবনে মুজাহিম হিলালী। ইবনে হাজার বলেনঃ "তিনি হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী ছিলেন এবং সঠিক উৎস হতে সংগ্রহ করে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। জাহ্হাককে পঞ্চম পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ১০০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। "তাহ্জীব আল-তাহ্জীব" গ্রন্থে তার জীবনীর বর্ণনা আছে।

এবং কিভাবে তাঁর বক্তব্য ও আচরণ দ্বারা এই বিষয়ের উপর আলোকপাত তা স্পষ্টায়ন করা হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনানুসারে, মহানবী (সাঃ)-এর এক প্রখ্যাত সাহাবী জায়েদ ইবনে আরকামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মহানবী (সাঃ)-এর পরিবারের সদস্য বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তাঁর স্ত্রীগণও তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কিনা। তিনি জবাবে বললেন।[১] "স্ত্রীগণ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত নয়। আল্লাহ্র কসম! একজন মহিলা তার স্বামীর সাথে কিছু সময় বসবাস করে, অতঃপর তালাকপ্রাপ্তা হলে তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে যায়। মহানবী (সাঃ)-এর পরিবারের সদস্য হলেন তারা যাদের সাথে তাঁর পারিবারিক বন্ধন (রক্ত সম্পর্ক) আছে এবং যাদের জন্য সাদকা গ্রহণ নিষিদ্ধ।"

"মাজ্মউল-জাওয়ায়েদ" গ্রন্থে হাশেমী বর্ণনা করেছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী বলেছেনঃ "মহানবী (সাঃ)-এর পরিবারের সদস্য হলেন তারা যাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সকল ধরনের পংকিলতা এবং অপবিত্রতা হতে পবিত্র করেছেন এবং তাঁদেরকে পূতঃপবিত্র ঘোষণা করেছেন"। তারপর আবু সাঈদ খুদরী আঙ্গুল দ্বারা তাঁদেরকে গণনা করলেন এবং বললেনঃ "তাঁরা হলেন পাঁচজন, মহানবী, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (তাঁদের সকলের উপর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক)"।

তাবারী তার তাফসীরে বর্ণনা করেন, তাত্হীর-এর পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় কোতাদা বলেনঃ।[২] মহানবী

১। যায়েদ বিন আরকাম আনসারী খাজ্রাজী, যাকে তার স্বল্প বয়সের কারণে রাসূল (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুমতি দেন নাই, কিন্তু অন্যান্য যুদ্ধে তাকে সাথে নিয়েছেন। তিনি সিফ্ফীনের যুদ্ধে ইমাম আলী (আঃ)-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করেন এবং ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর শাহাদাতের পর কুফায় ইন্তেকাল করেন। "আসাদ আল-গাবা"-তে তার জীবনী উল্লেখ আছে (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা, ১৯৯)।

২। চার জন ব্যক্তির নাম "কোতাদা" হিসেবে উল্লেখ আছে, যথাঃ সাদ্দুসী, রিওয়াভী, কায়সী এবং আনসারী। তারা

(সাঃ)-এর পরিবারের লোক হলো তারা যাদেরকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সকল পাপ হতে পবিত্র করেছেন এবং যাদের উপর বিশেষ রহমত অবতীর্ণ করেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেন, "ইহাই ইহা এবং অন্য কিছু নয়, আল্লাহ্র আকাঙ্খা হলো সকল ধরনের খারাবী এবং গর্হিত বিষয় হতে মহানবী (সাঃ)-এর পরিবারের সদস্যবর্গ (আহ্লে বাইত)-কে মুক্ত রাখা এবং তাঁদেরকে সকল ধরনের পাপ-পংকিলতা হতে পবিত্র রাখা"।

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূল (সাঃ) কী করেছিলেন?

"মাজ্মাউল জাওয়াদ" গ্রন্থে উল্লেখ আছে আবু বাজ্রা বলেছেনঃ [১] "আমি মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সাত মাস ধরে নামায আদায় করছিলাম। তিনি যখন তাঁর ঘর হতে বের হতেন, তিনি হযরত ফাতেমা যাহরা (আলাইহা)-এর ঘরে যেতেন এবং বলতেনঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"

সুয়্যুতি তার তাফসীরে ইবনে আব্বাস হতে উল্লেখ করেছেনঃ আমি ৯নয় মাস ধরে লক্ষ্য করেছি যে, প্রতিদিন নামাযের সময় হলে মহানবী (সাঃ) আলী (আঃ)-এর দরজার কাছে যেতেন এবং বলতেনঃ "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। এবং

প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত। তাদের মধ্যে কোনজনের সূত্রে ইহা বর্ণিত হয়েছে তা জানা যায় নি। তাদের জীবন বৃত্তান্তের জন্য দেখুন "তাহ্জীব আল-তাহ্জীব"।

১। আবু বাজরা আসলামী মহানবী (সাঃ)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি ৬০ বা ৬৪ বছর বয়সে কুফায় শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন। "আসাদ আল-গাবা"-য় তার জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

প্রতিদিন পাঁচবার তিনি ইহা পূনরাবৃত্তি করতেন।"

সহীহ্ তিরমিজি, মুস্নাদে আহ্মদ, মুস্নাদে তায়লাসি, "মুস্তাদরাকে সহীহাইন" "আসাদ আল্ গাবা" এবং তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাসির, সুয়্যুতির তাফসীর-এর উদ্ধৃতি মতে, আনাস ইবনে মালিক বলেছেন[১] যে, ৬য় মাস সময় ধরে মহানবী (সাঃ) হযরত ফাতেমা যাহ্রা (আঃ)-এর দরজার পাশ দিয়ে যেতেন এবং বলতেনঃ "হে নবী পরিবারের লোকেরা, এখন নামাযের সময়।" তিনি আরও বলতেনঃ "হে আহ্লুল বাইত! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"

"ইস্তিয়াব" "আসাদ আল্ গাবা" "মাজ্মউল জাওয়াদ" "মুশকিল আল-আসার" এবং তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাসির এবং সুয়্যুতির তাফসীর-এর উদ্ধৃতি মতে, আবু হামারা বলেছেনঃ "আমি মদীনায় থাকাকালে আট মাস সময়কাল ধরে দেখেছি যে ফজরের নামায আদায়ের জন্য যখন মহানবী (সাঃ) বের হতেন তিনি আলী (আঃ)-এর ঘরের কাছে যেতেন এবং দরজার দু'ই পাশে তাঁর হাতগুলো স্থাপন করে বলতেনঃ "সালাত! সালাত! হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"

উপরোক্ত হাদীসগুলোতে এই সময়কাল উল্লেখিত হয়েছে একটিতে ছয় মাস, অন্যটিতে সাত মাস, তৃতীয়টিতে আট মাস এবং চতুর্থটিতে নয় মাস।

"মাজ্মাউল জাওয়াদ" ও সুয়্যুতির তাফসীর গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরীর সূত্রে শব্দাবলীর ভিন্নতা সহযোগে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) ফজরের ওয়াক্তে ৪০ দিন হযরত ফাতেমা (সাঃ আঃ)-এর ঘরের নিকটে গিয়েছিলেন এবং বলতেনঃ "তোমাদের উপর

১। আনাস ইবনে মালিক খাজ্রাজি। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে ১০ বছর অতিক্রান্ত করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি ৯০ বছর বয়সে বাস্রায় ইন্তেকাল করেন। তাদের জীবন বৃন্তান্তের জন্য দেখুন "আসাদ আল-গাবা"।

শান্তি বর্ষিত হোক হে নবী পরিবারের লোকেরা! নামাজের সময় সমাগত/আসন্ন।" তৎপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করতেনঃ "হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে"। তারপর তিনি বলতেনঃ "আমি তার সাথে যুদ্ধ করি যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তার জন্য শান্তি কামনা করি যারা তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করে।"

এই পবিত্র আয়াত দ্বারা নবী পরিবারের সদস্যগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেন

(ক) ইমাম হাসান (আঃ)ঃ

হাকিম তার মুস্তাদরাকে ইমাম হাসান (আঃ)-এর সাফল্য প্রসঙ্গে এবং হাশেমী আহ্লে বাইত (আঃ)-এর মর্যাদা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, ইমাম হাসান (আঃ) তাঁর পিতা ইমাম আলী (আঃ)-এর শাহাদাতের পর জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন ঃ

"হে জনগণ! আপনারা যারা আমাকে চিনেন তারা চিনেন, আর যারা না-চিনেন তাদের জানা উচিৎ যে আমি হচ্ছি হাসান ইবনে আলী। আমি মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীর (ওসির) সন্তান। আমি তাঁর সন্তান যিনি মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেছিলেন এবং তাদেরকে দোযখের শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। আমি হচ্ছি প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকার সন্তান। আমি ঐ পরিবারের অধিভূক্ত যাদের কাছে জীব্রাঈল আগমন করতো এবং সেখান হতে বেহেশ্তে প্রত্যবর্তন করতো। আমি ঐ পরিবারের অধিভূক্ত যাদের হতে আল্লাহ্ তা'য়ালা সকল অপবিত্রতা দূর করেছেন এবং যাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র করেছেন।"

মাজ্মাউল জাওয়াদ এবং তাফসীরে ইবনে কাসিরে বর্ণিত হয়েছে যে, পিতার শাহাদাতের পর ইমাম হাসান (আঃ) খেলাফতে আসীন হন। অতঃপর একদিন নামাযরত অবস্থায় একব্যক্তি তাঁকে আক্রমণ করে এবং তাঁর উরুতে তরবারি দ্বারা আঘাত করে। ফলে তিনি ক'য়েকমাস যাবৎ শয্যাশায়ী থাকেন। তারপর তিনি সুস্থ হয়ে একটি খুতবা প্রদান করেন। তিনি বলেনঃ "হে ইরাকের জনগণ! আল্লাহ্কে ভয়

কর। আমরা তোমাদের আমীর এবং তোমাদের মেহ্মান এবং সেই পরিবারের অধিভূক্ত, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যাদের সম্পর্কে বলেছেনঃ "হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" ইমাম হাসান (আঃ) এই বিষয়ের উপর এত বেশী জোর দিয়েছিলেন যে, উপস্থিত সকলে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল।" তিবরানীও এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং বর্ণনাকারীদের সকলেই বিশ্বস্ত।

(খ) উম্মুল মো'মেনীন হযরত উম্মে সালামাঃ

"মুশকিল আল-আসার" গ্রন্থে তাহাবী উম্রা হামদানিয়া হতে উদ্ধৃত করেছেনঃ "আমি উম্মে সালামার নিকটে যেয়ে তাকে সালাম জানালাম। তিনি জানতে চাইলেনঃ "আপনি কে?" আমি জবাব দিলামঃ "আমি উম্রা হামদানিয়া।" উম্রা বলেন, "আমি বললাম, হে উম্মুল মো'মেনীন! যাকে আমাদের মধ্যে আজ হত্যা করা হয়েছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন। জনসাধারণের একদল তাঁকে পছন্দ করে এবং অন্যদল তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। (তিনি হযরত আলী (আঃ)-এর কথা বলছিলেন)। উম্মে সালামা বললেনঃ "তুমি কি তাঁকে পছন্দ কর, অথবা তাঁর প্রতি বিদ্বেষপরায়ন।" জবাবে বললাম, "আমি তাঁকে পছন্দও করি না তাঁর প্রতি বিদ্বেষপরায়নতাও রাখি না'।" এখানে বর্ণনাটি ত্রুটিপূর্ণ, এবং তারপর বর্ণনাটি এই রকম পাওয়া যায়ঃ "আল্লাহ্ আয়াত নাজিল করলেনঃ "হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র করতে।"

সে সময় সে কক্ষে জীব্রাঈল, মহানবী (সাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (আঃ) ব্যতীত আর কেউ ছিল না। আমি বললামঃ "হে আল্লাহ্র নবী! আমিও কি আহ্লে বাইতের লোকদের একজন? তিনি জবাব দিলেনঃ আল্লাহ্ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন এবং তোমার প্রতিফল প্রদান করবেন'। আমি আকাঙ্ক্ষা করতে ছিলাম তিনি বলুন 'হ্যাঁ' এবং দুনিয়ার অন্য যে কোন কিছুর তুলনায় এর মূল্য হতো

অত্যন্ত অধিক।"

(গ) সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসঃ

সিনাই তার "খাসাইস"-এ আমির বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে উদ্ধৃত করেছেন।[১] তিনি বলেছেনঃ "মুয়াবিয়া সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে বললেনঃ "আবু তোরাবকে গালি-গালাজ করা হতে তুমি বিরত থাক কেন? সা'দ বললেনঃ "আমি মহানবী (সাঃ)-এর নিকট হতে তিনটি বিষয় শুনেছি, যার কারণে আমি আলী (আঃ)-এর প্রতি গালি-গালাজ করি না। যদি তার একটিও আমার থাকতো তবে আমি দুনিয়ার যে কোন কিছুর চেয়ে তার মূল্য বেশী দিতাম। আমি মহানবী (সাঃ)-এর নিকট হতে শুনেছিঃ

"যখন আলী (আঃ)-কে মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রেখে তিনি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন, আলী (আঃ) বললেনঃ "আপনি কি আমাকে মদীনায় মহিলা এবং শিশুদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন?" মহানবী (সাঃ) জবাব দিলেনঃ "তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট নও? তোমার সাথে আমার সম্পর্ক/অবস্থান মূসার সাথে যেমন হারুনের সম্পর্ক ছিল (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তুমি আমার নিকট সেই মর্যাদার অধিকারী হারুন মূসার নিকট যে মর্যাদার অধিকারী ছিল।" (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

খায়বারের ভাগ্য নির্ধারনী দিনেও আমি মহানবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ "আমি আগামীকাল জিহাদের ঝাণ্ডা তার হাতে দিব যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভাল বাসেন।" এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে আমরা সকলেই এই অনুগ্রহ ও সকলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার জন্য গভীর আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছিলাম, এবং ঝাণ্ডা

১। আমির বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস। "সহীহ্" সংকলকগন প্রত্যেকেই তার হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে হাজার বলেন ঃ "তিনি তৃতীয় পুরুষের একজন বিশ্বস্ত/নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী"। তিনি ১০৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ("তাক্‌রিব আল-তাহ্‌জিন" ১, পৃষ্ঠা - ৩৮৭)।

আমাদের হাতে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। এই সময়ে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "আলীকে আমার কাছে আন।" ইমাম আলী (আঃ) উপস্থিত হলেন, কিন্তু তিনি তখন চোখের পীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁর মুখের থুথু আলী (আঃ)-এর চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং ঝাণ্ডাটি তাঁর হাতে দিলেন। অধিকন্তু যখন আয়াতে তাত্হীর (হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে) নাজিল হয়েছিল তখন মহানবী (সাঃ) আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ডেকে তাঁর নিকটে বসালেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহ্! এরাই আমার আহ্লে বাইত।" ইবনে জারীর, ইবনে কাসির, হাকিম (তার "মুস্তাদরাক"-এ) এবং যাহাবী (তার "মুশকিল আল-আসার"এ) সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে উদ্ধৃত করেছেন যে, এই আয়াতটি নাজিলকালে মহানবী (সাঃ) আলী (আঃ)-কে তাঁর দু'ই পুত্র এবং ফাতেমা (আঃ) সহ ডেকে নিলেন এবং তাঁর নিজের চাদর দ্বারা তাঁদের জড়িয়ে নিলেন এবং বললেঃ "হে আল্লাহ্! এরাই আমার আহ্লে বাইত।"

(ঘ) ইবনে আব্বাস

"তারীখে তাবারী" এবং "তারীখে ইবনে আসির"-এ বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাসের সাথে এক আলোচনাকালে উমর বললেনঃ "ঠিক তোমাদের! হে বানী হাশিম! ঈর্ষা, প্রবঞ্চনা-প্রতারনা এবং ঘৃণা ব্যতীত তোমাদের অন্তরে আর কিছুই নেই, যা তোমাদের হৃদয় হতে দূর হচ্ছে না এবং তা নিঃশেষও করা হচ্ছে না।" ইবনে আব্বাস জবাবে বললেনঃ "শান্ত হোন হে আমিরুল মু'মেনীন! ঈর্ষার দোষ ঐ সকল অন্তরের উপর আরোপ করবেন না যাদের হতে আল্লাহ তা'য়ালা সকল অপবিত্রতা দূর করে দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে পূতঃপবিত্র করেছেন, কারন মহানবী (সাঃ)-এর অন্তরও বনী হাশেমীদের অন্তরগুলোর অন্যতম।"

(২) হাম্বলী মায্হাবের ইমাম আহ্মাদ (তার "মুস্নাদে") নেসাঈ (তার "খাসাইস'-এ) মুহিব্বে

তিব্‌রী (তার "রিয়াজ আল-নুজরা") ও হাশেমী (তার "মাজ্‌মাউল জাওয়াদে") আম্‌র বিন মায়মুন হতে বর্ণনা করেছেনঃ [১] তিনি বচ্ছেনঃ "আমি ইবনে আব্বাসের সাথে ছিলাম যখন নয় জন ব্যক্তি তার কাছে আসল এবং বললঃ "হে আব্বাসের পুত্র! হয় আমাদের সাথে আস অথবা গোপনীয়তার সুযোগ দাও।" তিনি বললেনঃ "আমি তোমাদের সাথে যাব।" বর্ণনাকারী বলেনঃ "সেই সময়ে ইবনে আব্বাসের চোখ ভাল ছিল এবং তিনি দেখতে পেতেন।" বর্ণনাকারী বলেনঃ "তাদের পারস্পরিক আলোচনা হলো এবং তারা কি বিষয়ে আলোচনা করলেন সে সম্পর্কে আমি অ-জানা থাকলাম।" কিছু সময় পরে ইবনে আব্বাস আমাদের কাছে ফিরে আসলেন। তিনি তখন তার জামা ধরে ঝাকাচ্ছিলেন এবং বলতে ছিলেনঃ[২] 'তাদের ধ্বিকার জানাই! তারা কিনা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলে যিনি দশটি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তার পরের বর্ণনায় ইবনে আব্বাস ইমাম আলী (আঃ)-এর গুণ- বৈশিষ্টসমূহ বিশদ উল্লেখ করতে থাকেন যে পর্যন্ত না তিনি বলেনঃ 'মহানবী (সাঃ) তাঁর নিজের চাদর দ্বারা আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-কে জড়িয়ে নিলেন এবং বললেনঃ হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্‌ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র করতে।"

(ঙ) ওয়াসিলাত ইবনে আসকা'আঃ

তাবারী এ আয়াতের তাফসীরে, ইবনে হাম্বল তার "মুস্‌নাদ"-এ, হাকাম তার "মুস্‌তাদরাক"-এ, বায়হাকী তার "সুনান"-এ, তাহাবী তার "মুশকিল আল-আসার"-এ এবং হাশেমী তার "মাজ্‌মাউল

১। আমর বিন মায়মুন একজন নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীন হিসেবে গণ্য। সিহাহ্‌ সিত্তায় তার হাদীস অন্তর্ভূক্ত আছে। ৭৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। "তাক্‌রীব আল-তাহ্‌জীব" খণ্ড ২, পৃষ্ঠা-৮০।

২। সেই সময় কাপড় ঝাকানোকে বিরক্তির চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হতো। সেই ৯ (নয়) ব্যক্তি ইমাম আলী (আঃ) সম্পর্কে অশোভন ভাষা ব্যবহার করার ঘটনায় ইবনে আব্বাস এরূপ উক্তি করেছিলেন।

জাওয়াদ"-এ আবু আম্মার-এর সূত্রে উদ্ধৃত করেন তিনি বলেছেনঃ [১] "যখন আলী (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা চলছিল এবং লোকেরা তাঁর কুৎসা করছিল তখন আমি ওয়াসিলাত ইবনে আসকা'আ-এর সাথে বসে ছিলাম। যখন তারা যাওয়ার জন্য উঠে দাড়াল তিনি আমাকে বললেনঃ "বসে থাকুন যাতে আমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে পারি যার সম্পর্কে তারা কুৎসা করতেছিল। আমি রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম যখন আলী (আঃ), ফাতেমা (আঃ), হাসান (আঃ) এবং হুসাইন (আঃ) তাঁর নিকট পৌঁছেছিল এবং রাসূল (সাঃ) তাঁদের উপর চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ্! এরাই আমার আহ্লে বাইত। তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর কর এবং তাঁদেরকে পূতঃপবিত্র করে দাও।"

শিদ্দাদ ইবনে অব্দুল্লাহ্-এর সূত্রে "আসাদ আল-গাবায়" উদ্ধৃত করা হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ "আমি ওয়াসিলাত ইবনে আসকা'আ হতে শুনেছি যে, ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর মস্তক যখন আনা হল একজন ইমাম হুসাইন (আঃ) এবং তাঁর পিতার কুৎসা করতেছিল। ওয়াসিলাত দাড়িয়ে গেল এবং বললঃ "আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি যে, আমি যখন হতে মহানবী (সাঃ)-কে তাদের সম্পর্কে বলতে শুনেছিঃ "হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র করতে।" আমি সর্বদা আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)-কে ভাল বেসেছি।"

উম্মে সালামা বর্ণিত আরেকটি হাদীসঃ

আহ্মদ তার "মুস্নাদ"-এ, তাবারী তার তাফসীরে এবং তাহাবী তার "মুশকিল আল-

---

১। আবু আম্মার শিদ্দাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল-কারশি দামেস্কের অধিবাসী। তিনি চতুর্থ যুগের নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। সিহাহ্ সিত্তাহ্-এর মধ্যে তার হাদীস সহজলভ্য। "তাক্রীব আল-তাহ্জীব" খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-৩৪৭।

আসার"-এ শাহ্‌র ইবনে হৌসব-এর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেনঃ "যখন ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতের খবর (মদীনায়) পৌঁছালো আমি রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালামাকে বলতে শুনলাম, তিনি বলছেনঃ তারা হুসাইন (আঃ) কে হত্যা করেছে! আমি নিজে দেখেছি যে মহানবী (সাঃ) তাঁর খায়বরের চাদর তাঁদের উপর বিছিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহ্! এরাই আমার আহ্‌লে বাইত! তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর কর এবং তাঁদেরকে পূতঃপবিত্র করে দাও!।"

(চ) আলী ইবনে হুসাইন (আঃ)ঃ

তাবারী, ইবনে কাসির এবং সুয়্যুতি তাদের তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, আলী ইবনে হুসাইন (আঃ) একজন সিরিয়াবাসীকে বললেনঃ "তুমি কি সূরাঃ আহ্‌যাবের এই আয়াতটি পড়েছ, "হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র করতে।"

সিরিয়াবাসী লোকটি বললঃ "এই আয়াত আপনার সাথে কি সম্পর্কযুক্ত?" ইমাম জবাব দিলেন ঃ 'হ্যাঁ, ইহা আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত'।

খাওরাজমি তার "মাকতাল" নামক গ্রন্থে এই বর্ণনা নিম্নরূপে উদ্ধৃত করেছেনঃ

"মহানবী (সাঃ)-এর প্রপৌত্র ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতের পর যখন ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) ও মহানবী (সাঃ)-এর পরিবারভূক্ত অন্য বন্দীদেরকে দামেস্কে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দামেস্কের জামে মসজিদের পাশে জেলখানায় তাদেরকে রাখা হয়, একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁদের কাছে এগিয়ে আসে এবং জিজ্ঞাসা করেঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছেন, লোকদেরকে তোমাদের হাত হতে রক্ষা করেছেন ও আমিরুল মু'মেনীন ইয়াজিদকে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব অর্পণ করেছেন'। আলী ইবনে হুসাইন (আঃ) জিজ্ঞাস করলেনঃ "হে বৃদ্ধলোক! আপনি কী কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন?" লোকটি জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ। অতঃপর ইমাম

(আঃ) জিজ্ঞাস করলেনঃ "এই আয়াতটি কী তেলাওয়াত করেছেনঃ "আমি আমার নবুওয়াতী কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না, একমাত্র আমার নিকটাৰীয়ের প্রতি ভালবাসা ছাড়া।"

বৃদ্ধ লোকটি বললঃ "আমি ইহা তেলাওয়াত করেছি।" ইমাম (আঃ) বললেনঃ "এই আয়াতটি কী পড়েছেনঃ "সুতরাং নিকটাৰীয়কে দিবে তাদের প্রাপ্য অধিকার, এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও (সূরাঃ ১৭ বনী ইস্‌রাঈলঃ ২৬)। ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চায় এবং তাহারাই সফলকাম" এবং কোরআনের এই আয়াত "লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের; সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মো'মেন হও। (সূরাঃ ৮ আন্‌ফালঃ ১)। বৃদ্ধ লোকটি জবাব দিলঃ "হ্যাঁ, আমি এই আয়াতসমূহ পড়েছি।" ইমাম (আঃ) বললেনঃ "আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি যে, নিকটাত্মীয় শব্দ দ্বারা আমাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং এই আয়াতসমূহ আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ (নাজিল) হয়েছে। (ইমাম (আঃ) আরও বললেন ঃ) কোরআন শরীফের এই আয়াতটি কী তেলাওয়াত করেছেন যেখানে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা বলেছেনঃ "হে নবী পরিবারের লোকেরা! আল্লাহ্‌ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র করতে।"

বৃদ্ধ লোকটি বললঃ "হ্যাঁ, আমি ইহা তেলাওয়াত করেছি।" ইমাম (আঃ) বললেনঃ "নবী পরিবারের লোকেরা বলতে কী বুঝানো হয়েছে! আমরা হচ্ছি তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা বিশেষভাবে আয়াতে "তাত্‌হীর" এর সাথে সংযুক্ত করেছেন।

বৃদ্ধ লোকটি বললঃ "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শপথ! আপনারা কী একই পরিবারভূক্ত?" ইমাম (আঃ) জবাব দিলেনঃ "আমি আমার নানা রাসূলুল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমরা একই লোক।"

বৃদ্ধ লোকটি হতবাক হয়ে গেল এবং তার বক্তব্যের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করল। তারপর তার

মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করে বললঃ "হে আল্লাহ! আমি যা বলেছি তার জন্য ক্ষমা চাই এবং এই পরিবারের বিরুদ্ধে শত্রুতা আমি পরিত্যাগ করলাম এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিবারের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছি।" [১]

১। এই বিষয়ে আরও হাদীস বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেগুলো উদ্ধৃত করা হতে আমরা বিরত থাকলাম। উদাহরণস্বরূপ "আসাদ আল-গাবা" (খণ্ড -৩, পৃষ্ঠা-৪১৩) "আবাসা" (খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা- ৪৭৯) এবং "তারীখে-বাগদাদ" (খণ্ড - ১০, পৃষ্ঠা- ২৭৮) - এ "আতিয়া'-র জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণনা, এবং "তাফসীরে তাবারী" (খণ্ড - ২২, পৃষ্ঠা -৫), "মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ" (খণ্ড - ৬, পৃষ্ঠা - ৩০৪), "আসাদ আল-গাবা" (খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ১২ এবং (খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৯), "মাজ্‌মাউল জাওয়াদ" (খণ্ড - ৯, পৃষ্ঠা - ২০৬ -২০৭) এবং "জাখায়েরুল উক্‌বা" (পৃষ্ঠা- ২১) - এ হাকিম বিন সাঈদ এর বর্ণনা রয়েছে।

পূর্ববর্তী বর্ণনাসমূহের সারাংশ

পূর্ববর্তী বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে "হাদীস আল-কিসা" সম্পর্কে যে সারবস্তু পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ

"যখন মহানবী (সাঃ) উপলব্ধি করলেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আয়াত নাজিল হওয়ার সময় সমুপস্থিত, তখন তিনি বললেন, "আমার কাছে ডাক! আমার কাছে ডাক!" সাফিয়া বললেনঃ "হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনার কাছে কাকে ডাকবো?" তিনি বললেনঃ "আমার আহ্‌লে বাইতের সদস্যদের ডাক, তারা হলঃ আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন" (আল্লাহ্‌ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন)। তাঁদেরকে অতঃপর রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে ডাকা হল এবং তাঁরা সকলে সেখানে তাঁকে ঘিরে সমবেত হলে মহানবী (সাঃ) তাঁদেরকে একটি ছাপযুক্ত খায়বরের চাদর দ্বারা আবৃত কররেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ্‌! এরাই আমার আহ্‌লে বাইত (পরিবারের লোক) এবং মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের উপর তোমার রহমত নাজিল কর।" (এই সময়ে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আয়াত নাজিল করলেনঃ "হে নবী পরিবার! আল্লাহ্‌ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" এই আয়াত যখন নাজিল হয়েছে তখন তাঁরা (উম্মুল মু'মেনীন উম্মে সালামা'র ঘরের) মেঝের উপর সমবেত ছিলেন এবং মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন "হে আল্লাহ্‌! এরাই আমার আহ্‌লে বাইত! তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর কর এবং তাঁদেরকে পূতঃপবিত্র করে দাও!।"

উম্মে সালামা তখন একটি পর্দার আড়ালে ছিলেন এবং তিনি বলেনঃ "ঐ সময় ঘরটিতে সাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যথা-জীব্রাঈল, মিকাঈল, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (আল্লাহ্‌ তাঁদের উপর

শান্তি বর্ষণ করুন)। আমি পর্দার আড়াল হতে বের হয়ে এসে বললামঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি কী আপনার পরিবারের একজন সদস্য নই?" আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি যে মহানবী (সাঃ) বলেন নিঃ "হ্যাঁ, তুমিও" বরং তিনি জবাবে বললেন, "তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং তুমি নবীর উম্মুল মু'মেনীনগণের অন্তর্ভূক্ত।" আর অন্য এক বর্ণনামতে উম্মে সালামা বলেছেনঃ "হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি কী আপনার পরিবারের একজন সদস্য নই?" মহানবী (সাঃ) জবাবে বললেনঃ "তোমার একটি ভাল ভবিষ্যৎ রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র এরাই আমার আহ্‌লে বাইত (পরিবারের সদস্য)। "হে আল্লাহ্‌! আমার আহ্‌লুল বাইতের মর্যাদা আরও অনেক উচ্চ!।"

এই হাদীসের বর্ণনানুসারে, মহানবী (সাঃ) তাঁর আহ্‌লে বাইতকে অন্যদের থেকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং নির্দেশ করেছেন তাঁরা কে কে এবং আয়াতটি ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ "আমি নিজে এবং আমার আহ্‌লে বাইত (পরিবারের সদস্যবর্গ) প্রত্যেক ধরনের পাপ এবং অপবিত্রতা হতে মুক্ত"। তিনি এই বিষয়টি প্রকাশ্যে মসজিদে নববীতে মুসলমানদের সকলের সম্মুখে পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং নামাযের ওয়াক্তে হযরত আলী (আঃ) এবং হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ)-এর ঘরের দরজায় যেতেন এবং তাদের জন্য আয়াতে তাত্‌হীর তেলাওয়াত করতেনঃ "হে আহ্‌লে বাইত, তোমাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক! "হে নবী পরিবার! আল্লাহ্‌ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে"।

অন্য এক বর্ণনামতে, তিনি ফজরের ওয়াক্তে আলী (আঃ)-এর ঘরের দরজার কাছে যেতেন এবং তাঁর হাত দরজার উভয় পাশে স্থাপন করতেন এবং আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন। কতিপয় সাহাবী মহানবী (সাঃ)-এর এই কার্যের রেকর্ড সংরক্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা মহানবী (সাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছেন ৬য় মাস ধরে অথবা সাত মাস ধরে অথবা এক ভাষ্যমতে আট মাস ধরে অথবা অন্য এক ভাষ্যমতে কমবেশী ৯ মাস ধরে। প্রত্যেকে

তাই উল্লেখ করেছেন যা তিনি দেখেছেন। মহানবী (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই আয়াতের অর্থ-উদ্দেশ্য মৌখিকভাবে এবং সাথে সাথে ব্যবহারিকভাবে উপস্থাপন করা, এবং তাঁর অনুসারীদের মাঝে এই পবিত্র আয়াতের ("আমরা তাঁদের প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।" সূরাঃ নাহ্লঃ ৪৪) মর্মার্থ অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা প্রকাশ করা, যাতে তারা বিষয়টি বিবেচনা করার অবকাশ পায়। এই বিষয়টি লোকদের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে, এমন কি রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবাগণও মহানবী (সাঃ)-এর আহ্লে বাইত (আঃ)-এর পক্ষে এর ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করেছিল। ইমাম হাসান (আঃ), যিনি নিজেও "কিসার" অন্তর্ভূক্ত লোকদের একজন, তাঁর পিতার শাহাদাতের পর এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে একটি খুতবা দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেনঃ "আমি ঐ পরিবারের সন্তান যাদের ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের হতে সকল অপবিত্রতা দূর করেছেন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র করেছেন।" তরবারী দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর অন্য এক খুতবায় তিনি বলেনঃ "আমি এমন একটি পরিবারের সন্তান যাদের হতে আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রতিটি অপবিত্রতা দূর করেছেন এবং যাদেরকে পূতঃপবিত্র রেখেছেন।"

উম্মুল মু'মেনীন উম্মে সালামা এই বিষয়ে উমরা হামদানিয়ার সাথে যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ইমাম আলী (আঃ) সম্পর্কে এই আয়াত উল্লেখ করেছেন। ইমাম আলী (আঃ)-কে গালা-গালি করা হতে বিরত থাকা প্রসঙ্গে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস মুয়াবিয়ার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এই আয়াতের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। ইবনে আব্বাসও এই আয়াতটিকে ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)-এর দশটি বিশেষ বৈশিষ্টের মধ্যে একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং যারা তাঁর, অর্থাৎ ইমাম আলী (আঃ), সম্পর্কে অশালীন ভাষা ব্যবহার করতেছিল তাদের উত্তর

দেওয়ার জন্য এই আয়াতটি ব্যবহার করেছেন। যে সকল ব্যক্তিবর্গ এই আয়াতের উপর নির্ভর করেছেন তাদের অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ওয়াসিলাত ইবনে আসাকা'আ যিনি ইমাম আলী (আঃ)-এর উপর গালা-গালি শ্রবণ করে তার উত্তর দিয়েছিলেন এবং ইমাম আলী (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠতার প্রসঙ্গে এই আয়াত উল্লেখ করেছিলেন। ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতের খবর শুনে উম্মুল মু'মেনীন উম্মে সালামা এই আয়াতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন ও ইরাকবাসীদেরকে অভিসম্পাৎ দিয়েছেন, এবং ওয়াসিলাতও একই কাজ করেছিলেন। ইমাম আলী ইবনে হুসাইন (আঃ) সিরিয়বাসী লোকটির, যিনি মুয়াবিয়ার প্রশংসা করেছিলেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর আহ্‌লে বাইতের সদস্যবর্গকে গালি-গালাজ করছিলেন, সাথে আলোচনাকালে এ আয়াতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

এভাবে "আয়াতে তাত্‌হীর" এবং "হাদীস আল কিসা" আসহাবে কিসার লোকদের জন্য একটি বিশেষ মর্যাদা এবং সম্মান নির্দেশ করে, যারা যে কোন ধরনের দোষ-ত্রুটি এবং অপবিত্রতা হতে মুক্ত। তাঁরা নিষ্পাপ (মাসূম), পরিশুদ্ধ, এবং যে কোন পাপ হতে নিষ্কলুষ। সুতরাং তাঁরা মুসলিম উম্মাহ্‌র নিরংকুশ আনুগত্যের কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করেন। এই কর্তৃত্ব কেবলমাত্র যৌক্তিকতার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নয়, বরং মহানবীর (সাঃ) সংকল্প ও পরম ইচ্ছার প্রতিপালনের জন্য; (এই অনুযায়ী) মুসলিম উম্মাহ্‌র অন্যদের তুলনায় নির্ভুলভাবে তাঁদের (আহ্‌লেবাইতের) গুরুত্ব-মর্যাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ও তাঁদের প্রতি বিশেষ মনযোগ প্রদান করার জন্য।

– সমাপ্ত–

AhlulbaytBanglaBooks.wordpress.com,By:AwliyaLink1214@gmail.com